জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম
সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

প্রধান উপদেষ্টা ঃ-
শ্রী কমল চক্রবর্ত্তী
শ্রীমতি নীহার দাস

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

অন্য কার্যে ঃ-
মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১০ই আষাঢ়, ১৪১৫
২৫শে জুন, ২০০৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক - বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

মৃত্যুর হাত থেকে আমরা কেহই রেহাই পাচ্ছি না। রেহাই যখন পাচ্ছি না, কারুর কোন কিছুই তখন এখানে থাকবে না। থাকবে না যৌবন, যশ মান অভিমান, অহঙ্কার দাম্ভিকতা। থাকবে না ঘরবাড়ী সম্পত্তি টাকা পয়সা, থাকবে শুধু ন্যায় নিষ্ঠা সত্য।

এই পৃথিবীতে জীবের জন্ম কেন হল? এখানে এসে কেনই বা সবাই এত দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি? এখানে কারও বাহাদুরি, কারও জিদ কোন ক্ষমতাই মৃত্যুকে রোধ করতে পারছে না। তবুও সামান্য কয়েক বছরের জন্য যার যতটুকু ক্ষমতা আয়ত্তে আছে সে সেই ভাবেই ক্ষমতা ব্যবহার করে চলেছে। সুখের ঘর তৈরী করতে গিয়ে আমরা প্রতি মূহুর্ত্তে দুঃখকে টেনে আনছি সেই দুঃখ শ্মশানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে।

সুখের সন্ধান করতে গিয়ে দুঃখের বোঝা আমরা এত টানছি যে হায় হুতাশ করে শুধু ছট ফট করছি। ঐ সুখ পাবার জন্য যতরকম হীনতম কাজ আছে, সেগুলি করতে দ্বিধা বোধ করছি না। তাই আমরা অপরাধ করেই চলেছি। তার কারণ সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে আমরা বিপথের পথের সম্মুখীন হচ্ছি।

আমাদের এক একটা জীবন কত শত কোটি বছর হয়ে গেছে। এই অনন্ত জীবন চলার পথে আমরা আবর্তনে বিবর্তনে জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণীপাকে শুধু ঘুরছি আর ঘুরছি (এক একবার জন্মাচ্ছি আর মরছি)। যতদিন পর্যন্ত জীব মুক্তির সন্ধান না পাবে ততদিন এই ঘূর্ণীপাকের চক্রে জীবকে ঘুরতেই হবে।

জীবকে জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণীপাক চক্র থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা একমাত্র জন্মসিদ্ধ মহান ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা জীবকে টেনে নেওয়ার জন্য আসেন। জীবের অন্তরে আনন্দের জোয়ার জাগিয়ে দেওয়ার তাঁরা চেষ্টা করেন।

যাঁরা জন্মসিদ্ধ মহান, তাঁরা জন্ম হওয়ার আগে থেকেই সব কাজ শেষ করে আসেন, তাঁরা এখানে এসে সাধারণের সাথে মিশে সাধারণভাবে তাঁদের কাজ করে যান। তাঁরা এখানে আসেন নিজেদের কাজ নিয়ে। বাস্তবের কোন অবস্থাই তাঁদের সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করতে পারে না। যদিও সবসময়েই স্পর্শের মাঝেই তাঁরা বিরাজমান।

জন্মসিদ্ধ মহানরা সাধারণ মানুষকে প্রেমের শিকলের বন্ধনে আবদ্ধ রাখেন। সারা জীবন সাধনা করে যে ফল লাভ করা যায়, জন্মসিদ্ধ মহান ইচ্ছা করলে মূহুর্ত্তে তাহা দিতে পারেন। তাঁরা একমাত্র স্নেহ প্রেম ভালবাসার শিকলের বন্ধনে সবাইকে টেনে নেন। আবার এই বন্ধন ছিঁড়ে গেলে দুঃখের সীমা থাকে না।

জন্মসিদ্ধ মহানের সান্নিধ্য লাভ যেমন অতি সহজ, অতি মধুর, সুন্দর এবং আশাতীত, ভাবাতীত, তেমনি আবার চারিদিক থেকে দংশনের ভয় থাকে। তাঁর স্বচ্ছ প্রেম ভালবাসা, আদেশ নির্দেশ, আশীর্বাদ পেয়ে যারা অবহেলায় এবং ভ্রান্তিবশতঃ স্বেচ্ছায় সেগুলো নষ্ট করে তারাই দংশনের পর্যায় গিয়ে পড়ে। একদিন হয়ত সেই ভুল ভ্রান্তি দুর হয়ে অনুতাপ আসবে। কিন্তু তখন দেহাতীত। তখন আর সাথে কেউ থাকবে না।

জন্মগত মহান হয়ে আসেন যিনি, তিনি হলেন গতিদাতা, গতির পথে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। তাই তিনি গতিদাতা। এই গতিদাতার নির্দেশ উপদেশ মত চলবে যারা, তারাই গতির সাথে হাত মিলিয়ে চলতে পারবে। গতিদাতার নির্দেশ স্মরণ করে চলতে পারলেই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে জীব পরমবস্তুর সন্ধানে অনন্ত মহাশূন্যে বিচরন করতে পারবে, যেখানে সবকিছুই ইচ্ছাধীন এমন কি জন্মমৃত্যুও।

পৃথিবী সৃষ্টির কয়েক কোটি বছরের ইতিহাসে মহাপুরুষ, অবতার সাধক এই ধরাধামে এসেছেন অনেক। কিন্তু জন্মসিদ্ধ মহান বিরল। জীবকে যাতে বারবার জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়তে না হয়, আর এই ছক থেকে জীবের উদ্ধারকল্পে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের বিংশতম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল, **'জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ'**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী, শ্রী সুজয় চ্যাটার্জী। এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ ১০ই আষাঢ় (উপনয়ন দিবস) ১৪১৫ — *চপল মিত্র*

ইং ২৫শে জুন, ২০০৮ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

গতিদাতার নির্দেশ স্মরণ করে চলতে পারলেই পরম বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারবে

সুখচর ধাম
৩১শে মে, ১৯৭৬

প্রত্যেকেরই মৃত্যু আছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় প্রত্যেককেই ভুগতে হবে। এই পৃথিবীতে কেন জীবের জন্ম হল? এখানে এসে কেনই বা সবাই এত দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে? কারও কোন কিছু যখন এখানে থাকবে না, সবাইকে সব ফেলে চলে যেতে হবে, সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গায় আমাদের কিভাবে চলা উচিত? কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে চাকরী করে। জীবনে সুনাম অর্জনের জন্য কত চেষ্টা করে। তারপর মৃত্যুর সাথে হাত মিলায়। **এখানে কারও বাহাদুরি, কারও জিদ, কোন ক্ষমতাই মৃত্যুকে রোধ করতে পারছে না। তবুও এই সামান্য কয়েক বছরের জন্য কত ছল চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, রাগ অভিমান নিয়ে চলেছে। যার যতটুকুনু ক্ষমতা আয়ত্তে আছে, সে সেইভাবে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে চলেছে।**

এখানে কেউ কারোর মনের কথা বোঝে না। যতটুকু বোঝে, তাও একটা ধারণার বশে। এই ধারণার বশে যা চিন্তা করে, যা বলে, যা স্থির করে, সেটা অনেক সময় ঠিক হতে পারে, আবার ঠিক নাও হতে পারে। সেই ক্ষেত্রেই চলেছে একটা ভুল বুঝাবুঝি। সেই ভুল বোঝাবুঝির ফলে কত বিবাদ-বিচ্ছেদ, কত অঘটন যে ঘটছে, তার ইয়ত্তা নাই। শেষ পর্যন্ত দেশ বিদেশে বিবাদ বেঁধে গেছে। অন্তর্যামিত্বের অভাবে আর মনের কথা বুঝে নেওয়ার অভাবে এই সকল ঘটনা ঘটছে। একটা কথা মনে গেঁথে গেলে, পরে অনেক ভাল কথা বললেও সেই কথা মনে গেঁথে থাকে। সেটা গেঁথে গেলে ভুল হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আজকের পরিস্থিতি এই ভুল

বোঝাবুঝির উপরেই চলেছে। সেখানেই হয়েছে বিপদ। ফলে আসল বস্তু হারিয়ে বা ফেলে রেখে সাময়িক বিষয় বস্তু নিয়ে এমন সব কার্যকলাপ চলেছে যে, মনে হয় যেন সেটা চিরকাল আমাদের থাকবে। এই ক্ষেত্রে আমরা একটা বিরাট ভুল করে চলেছি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কারো কিছুই থাকছে না এবং রাখা যাচ্ছে না, তবুও আমরা সেই বিষয়বস্তুকে চিরস্থায়ী করার জন্য উঠে পড়ে লাগছি।

প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বাস করছো, যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছ, এটা একটা সাময়িক ধর্মশালার মতো। এখানে কোন জিনিস পকেটে করে রাখতে পারবে না। যা রাখা যায় না, তার পিছনে কেন তোমরা উঠে পড়ে লাগছো? তার জবাব দিতে পারবে কি? **সুখের ঘর তৈরী করতে গিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে দুঃখকে টেনে আনছো। সেই দুঃখ শ্মশানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে। আর এত দুঃখের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে একটু সুখের বা আনন্দের আলো জোনাকির মতো জ্বলে উঠছে। আর আমরা সেই জোনাকির পিছনে ধাইছি।** ভুলে গেলে চলবে না, জোনাকি কিন্তু অন্ধকারে বাস ক'রে সেই আলোটুকু জ্বালায়। এই আলোটুকু পেলেই তোমরা যে সুখের সন্ধান পেলে, এই চিন্তাধারা মারাত্মক ভুল। এই আলো একবার জ্বলে, একবার নেভে। শুধুমাত্র একটা বিরাট আনন্দের সাগর যে আছে, তাকে বুঝাবার জন্য এই আলো। সাগরের এক ফোঁটা জল, এক বিন্দুমাত্র ঐ আলোটুকু। একটা জলের ফোঁটা বুঝিয়ে দেয় যে, বিরাট সাগর না থাকলে এই ফোঁটা আসতে পারে না। আমরা চাতক পাখির মতো হাঁ করে থাকি, কবে ঐ ফোঁটা এসে মুখে পড়বে। এ যে কতবড় দুঃখ। চাতক পাখি হায় হুতাশ করে কাঁদছে এক ফোঁটা জলের জন্য। আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরকম। **সুখের সন্ধান করতে গিয়ে দুঃখের বোঝা এত টানছি যে, হায় হুতাশ করে শুধু ছটফট করছি। ঐ সুখটুকু পাবার জন্য যতরকম হীনতম কাজ আছে, সেটা করতে দ্বিধা করছি না। তাই আমরা অপরাধ করেই চলেছি;** আর চারিদিক থেকে দুঃখ-ব্যথা তখন আরও বেশী করে টেনে ধরছে। সেই সময় কোন কথা মনে লাগে না। মনও শোনে না। সবদিক থেকে মনের মধ্যে অনুশোচনা থেকে যায়। তাই আজকের দিনে প্রায় প্রত্যেকে একদিকে না একদিকে অশান্তিতে ভুগে চলেছে। তার কারণ সঠিক

পথের সন্ধান না পেয়ে বিপথের পথের সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রত্যেকে নিজেদের মনকে ভাল করে দেখ। পর্যবেক্ষণ কর মন কি চায়, না চায়। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, তুমি বুঝছো কি না লক্ষ্য করো। তুমি যে হাসছো, তা হাসি নয়। তুমি যে কাঁদছো, তা কান্না নয়। তুমি যে আনন্দ করছো, তা আনন্দ নয়। তুমি যে দুঃখ করছো, তা দুঃখ নয়। এই পৃথিবীতে যার জন্য আসা, সেই আসল কাজগুলি সঠিকভাবে না করার জন্য ঠিক যা হয়, তাই হচ্ছে। আজকে আমরা পথহারা পথিকের মতো হতাশায় নিরাশায় জ্বলছি। এই জীবনে যা চিন্তা করছো, তার কোনটাই পূরণ হবে না। শুধু চিন্তা করেই কাল কাটাতে হবে। আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, একটাও পূর্ণ হবে না। কারণ পথহারাদের পথে না আসা অবধি ঘুরতেই হবে।

চিন্তা করে দেখ, **তোমাদের কত প্রিয়জন, কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন চলে গেছে। তাদের সাথে তোমাদের আর দেখা হচ্ছে না। তারা কত বড় আশা-আকাঙ্খা নিয়ে ঘর বেঁধে ছিল। ঘর রেখে চলে গেল; ঘরের মালিক নাই। এখানে সাময়িক একটু আধটু তৃপ্তির জন্য কি না করেছে।** আমরা সবাই তৃপ্তির পিছনে ছুটছি। তোমাদের একজন কবি বলেছে,

আশার ছলনে ভুলি
কি ফল লভিনু হায়.....।
মরীচিকা মরুদেশে
নাশে প্রাণতৃষা ক্লেশে.....

মরুদেশে জলের সন্ধানে ছোটে তৃষ্ণা মিটাবার জন্য। তারপর জল না পেয়ে, সেই জ্বলন্ত বালিতেই পুড়ে মরে। আজ আমরা সেইভাবেই ছুটছি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। এই তৃষ্ণা কিছুতেই মিটছে না, মিটবে না। কারণ আসল তৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত না হলে কোন তৃষ্ণাই মিটবে না। প্রায় প্রত্যেকেই আসল বস্তু ফেলে দিয়ে ছুটছে নকল জাতীয় বিষয়বস্তুর দিকে। সেই যে কবিতার লাইন শুনিয়েছিলে আমাকে।

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়
ধাইলি অবোধ হায়

না দেখিলি না শুনিলি, এবে রে পরান কাঁদে।

পতঙ্গ এখন লালসায় লিপ্ত। সেই লালসায় ভুলে গেছে তার মৃত্যু যন্ত্রণার কথা। তাই জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে তার মৃত্যু হতে পারে, জেনেও সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ আমরা সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি। প্রকৃতি তার প্রতিটি বিষয়স্তর মাধ্যমে এই শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, 'পথিক, পতঙ্গ যে ভুল করে গেছে, তোমরা সেই ভুল করো না। আর যেন পুড়ে মরতে না হয়। সেই বোধটুকু যেন তোমাদের থাকে।' বিচক্ষণ ব্যক্তি যাঁরা, আমাদের দেখে তাঁরা মনে করেন, 'এরা কি বোকা। কি অবুঝ। এই জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর সাময়িক কামনা বাসনা পূরণ করতে চাইছে।' ওঁরা আমাদের দেখে হাসেন আমাদের এই বোকামির জন্য। কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরে সেই বুঝ বিবেচনা এমনভাবে প্রকৃতিগত সহজগতভাবে রয়েছে, যার দ্বারা আমরা অনায়াসে বিবেকের পথে, বুঝের পথে চলতে পারি এবং সমস্ত বিপদ হতে ত্রাণ পেতে পারি। সেই বুঝ প্রকৃতি আমাদের দান করে গেছেন।

প্রকৃতির দান যদি আমরা অপব্যবহার করি, তারজন্য দায়ী আমরাই; তিনি অর্থাৎ প্রকৃতি নন। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর কাছে অপরাধ করে চলেছি। তাঁর (প্রকৃতির) প্রদত্ত দানের অপব্যবহার করে, অমর্যাদা করে সমাজে নাম করছি। তাই আমরা আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দের ধারাতে এগিয়ে যাচ্ছি। নেশাখোরেরা যেমন নেশা করতে করতে ধাতস্থ করে ফেলে, আমরাও তেমনই দুঃখ ব্যথাকে ধাতস্থ করে ফেলেছি। সেই দুঃখ-ব্যথার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কোন পথে গেলে? যেভাবে চললে প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়, বেশীরভাগ সময় সেগুলিকে চিন্তা করার মত অবস্থা থাকে না। তার ব্যবস্থা থাকলে চেষ্টা থাকে না। **আফিংখোরদের নেশা করার মতো আমরা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলছি। এই প্রকৃতিতে যে কারণে এসেছি, যে কারণে সৃষ্টি হয়েছি, সেই সুনির্দিষ্ট পথে আমরা নেই। এটাই হলো সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমাদের। তাই আজ আমরা দুর্ভাগা।** এসবের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিবিধান ও প্রতিকার আছে; উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে। আমরা কোন প্রতিবিধানের দিকে যাই না।

আমরা এখানে যে প্রতিবিধান করছি, তা সাগরের পাড়ে ঝিনুক

কুড়ানোর মতো। আমরা এখানকার প্রতিবিধান নিয়ে ব্যস্ত। সেই প্রতিবিধান করতে গিয়ে জট পাকাচ্ছে। একবার জট পাকালে সেটা খুলতে গিয়ে আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিবিধানের বিধান মতে না গিয়ে বিধির বিধানের সুযোগ নিয়ে আমরা তার অপব্যবহার করছি। তারপর এমন সুরে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি যে, আমরা মনে করছি, যা করে যাচ্ছি, তা ঠিকই করছি আর অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চলেছি। আমরা বলছি, **'ভগবানের চরণে নির্ভর করে রয়েছি। তিনি তাও তাকাচ্ছেন না। তিনি তাকালে কষ্ট পেতাম না।' এদিকে তিনি যে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নেওয়ার জন্য অতি মধুর দৃষ্টিতে কতবার তাকাচ্ছেন আর ডাকছেন, বলে শেষ করা যায় না।** কিন্তু আমরা সেদিকে তাকাই না। আমরা আমাদের বুঝ নিয়ে চলি।

তিনি (বিবেক বা চৈতন্য) জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষভাবে প্রাণভরে ডাকছেন, ''তোরা আমার বুকে আয়''। আমরা সেইদিকে যাচ্ছি না। চন্দ্র, সূর্যের মত প্রত্যক্ষ এই চিন্তাটা এখানে কারো মনে ঢুকছে না। এখানেই আমরা চালে ভুল করে ফেলেছি। যাঁরা বিবেকের পথে আছেন, বিবেক নিয়ে চলেন, তাঁরাই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন তাঁর ডাক ও সাড়া। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাঁর কাছে পৌঁছানো কত সহজ। কিন্তু আমরা কাজ করছি, তার চেয়ে শতগুণ কঠিন। এতবড় কঠিন কাজকেই আমরা সহজ করে নিয়েছি। অতি সহজে যে কাজ করে বিবেকের আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, নিজেদের দোষে সবটাই কঠিন হয়ে গেছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ গঙ্গায় কিভাবে বান আসে। কতদূর থেকে কত উঁচু করে জল টেনে নিয়ে আসে। বানের সময় যে জোয়ার আসতে থাকে, এটা হয় প্রকৃতির আকর্ষণে। যদি আমরা সেই পথে সেই মতে থেকে যাই, তখন দেখতে পাব যে, এখানকার এই ক্ষণিকের সুখের আশায় ঘর করতে করতে জীবনপাত হয়ে যাচ্ছে। তখন আর জোনাকির আলোয় কেউ আত্মহারা হবে না।

চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহের টানে এই বান বইতে থাকে। **যাঁরা জন্মসিদ্ধ মহান, তাঁরা জীবকে টেনে নেওয়ার জন্য আসেন। জীবের অন্তরে সেই আনন্দের বানের জোয়ার জাগিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন।** এই বান এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ অনেক বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বাঁধ দিতে দিতে চর পড়ে

যায়। বানের পথ শুকিয়ে যায়। ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাঁধ না দিয়ে যদি খোলাখুলি রাখা হতো, তাহলে সেই গতিপথে হাত মিলিয়ে চলতে অসুবিধা হতো না।

এখানে **যিনি জন্মগত মহান হয়ে আসেন, তিনি হলেন গতিদাতা। গতির পথে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেন, তাই তিনি গতিদাতা। এই গতিদাতার নির্দেশ, উপদেশ মত চলবে যারা, তারাই গতির সাথে হাত মিলিয়ে চলতে পারবে।** কিন্তু বাঁধ যদি কেউ সৃষ্টি করে, সেখানে কেউ বাধা দেবে না। তবে টান ঠিকই থেকে যায়। বাধা অতিক্রম করে আসতে পারে না বলেই ফিরে শুকিয়ে যায়। তোমাদের গতিদাতা যেভাবে টেনে আনবেন, যেভাবে নির্দেশ দেবেন, সেইমত চললে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেই পথে যদি বাঁধের সৃষ্টি কর, তাহলে বাধা পড়ে যাবে। তিনি চান তাঁর অনন্ত গতির পথে মিশিয়ে দিতে। কেউ যদি বাধা অতিক্রম করে তাঁর পথে না আসতে পারে, তার জন্য গতিদাতাকে দায়ী করলে চলবে না।

সাময়িক প্রলোভন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তোমরা সাময়িক বস্তুর প্রাপ্তির জন্য যাও। নানা বিভ্রাটে বাধা পাবার কারণই হল সেটা। বিবেকের পথে লাইন মতো চললে এখানকার সব বজায় রেখে চলতে পারবে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে আনন্দের জোয়ার প্রবলবেগে বইতে থাকবে। মাঝে মাঝে সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন করে আড়াল করে রাখে। ভুলটা করে সেখানেই। এই মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা সবার মনের ভিতর এসে ঘনীভূত হয়, এবং এই আচ্ছন্নের মাধ্যমে আবার বিরাট ভুল করে বসে। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সূর্যের তেজেই মেঘ অপসারিত হয়। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিবেকের প্রবলটানেই সেই আচ্ছন্নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই আমাদের ভিতরে যে সমস্যা, সেটাই হল ভুল বুঝাবুঝির কারণ।

রাগ-অভিমান, হিংসা দ্বেষ, ছল চাতুরি, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা এইগুলি চলতে থাকলে, ক্রমে ক্রমে এমন একটা চর পড়ে যাবে যে, তার থেকে রেহাই পাওয়া মুস্কিল। আর জোয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখলে সেই জোয়ারের সাথে সাথে তোমরা ভাসতে থাকবে। সেই জোয়ারই হল

পরমানন্দের জোয়ার। সেই **পরম বস্তুটি উপলব্ধি করতে হলে নির্দেশের কাঁটায় কাঁটায় চলতে হবে। নির্দেশের ব্যতিক্রম করে মেজাজ বড় করে চললেই মুস্কিল। গতিদাতার নির্দেশ স্মরণ করে চলতে থাকলেই পরম বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারবে।**

মেজাজ বন্ধ কর। মান-অভিমান বর্জন কর। কোনও অবস্থায় নির্দেশের কাঁটা থেকে সরে যাবে না। আর ভুলের পথে পা দেবে না। ভুল বুঝবে না। কাকে কখন কিভাবে কাজ করাব, দৃষ্টিপাত করবে না। কাকে কখন ঠাণ্ডায়, কাকে কখন রৌদ্রে রাখবো, আবার কাকে কখন ভিজে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখবো, লক্ষ্য করবে না। ওকে এরকম করছে, আমাকে সেরকম করছে না, মনে করবে না। **কাউকে চিরতা দিয়ে, কাউকে লজেন্স দিয়ে ভালবাসতে হয়। লজেন্স মিষ্টি বলে, ওকে বেশী ভালবাসে, মনে করবে না। যাকে যেটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা তার নিজেরই প্রাপ্য।** তোমরা সেই সেইভাবেই খুশী থাকবে। জিজ্ঞাসা করবে না, তার বেলায় কি, আর আমার বেলায় কি? এ নিয়ে কেউ যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হয়। মনে ব্যথা নিয়ে আবার যেন ভুলের পথে পা না দেয়।

বিষধর সাপ সব সময় ছোবল দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। জন্মসিদ্ধ মহান তোমাদের সেই বিষধরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেন। যার যেমন ব্যবস্থা প্রয়োজন, বুঝে বুঝেই তিনি তা করেন। এখানে মোটামুটির কথা নয়। **চিকিৎসকের চিকিৎসার ব্যবস্থা অনেক রকমের। কার জন্য কি ব্যবস্থা, সেটা চিকিৎসক জানেন। রোগী যেন মনে না করে, আমার বেলায় এই, আর তার বেলায় ওই।** তাহলেই আচ্ছন্নে থাকতে হবে। ভুল বুঝাবুঝির শুরু হবে। সূর্য গতিদাতা। পেখম ধরার আগে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে খেয়াল করে চলবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমরা আমার স্নেহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছ কেউ পুরীর ঘাটে, কেউ বম্বের ঘাটে কেউ বা আবার লন্ডন, আমেরিকার ঘাটে

সুখচর ধাম
২২শে নভেম্বর, ১৯৭৯

এই মহাশূন্য অনাদি অনন্ত। যদি ৫ লক্ষ কোটি বছর গণনা কর (গুণে যাও), তাও দেখবা গ্রহগুলি যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। যদি গুণে যাও গ্রহগুলি, তারপরে কত কত বছর পরে মনে হবে, আমি কি পাইলাম। দেখবা, আমি যেখানে ছিলাম, সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছি। গ্রহের শেষ নাই। এই সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, অগণিত সৃষ্টবস্তু মহাকাশের তুলনায় একটিপ নস্যিও না। মহাকাশটা কি এখন বোঝা। সবাই চলছে দ্রুতগতিতে।

তাই বলছি, **আমার স্নেহের বাইরে তোমরা কেউ না। কাউকে দূরে রেখে কাজ করি, কাউকে সামনে রেখে কাজ করি। সামনের লোক যেন মনে না করে, 'ও' (আরেকজন) দূরে আছে। আবার দূরে লোক যেন মনে না করে 'ও' সামনে আছে।** সূর্যের আলো ময়লার গামলাতে পড়ে আছে। সেও বলছে, 'আমি সজীব'। আবার মাখনের গামলাতেও পড়ে আছে। সেও বলছে, আমি সজীব। তাঁর (সূর্যের কাজই হল সজীব করে গড়ে তোলা। সুতরাং আমার স্নেহের বাইরে এ দুনিয়ার কেউ না। তাই মাঝে মাঝে কার কি লাগবে, জিজ্ঞাসা করি, খোঁজ খবর নিই তোমরা কে কেমন আছ। হয়তো এ জিজ্ঞাসাটা সামান্য। তবু স্নেহের বশে এটার মূল্য যথেষ্ট। তাই বলছি, জিজ্ঞাসা করছি, (জানতে চাইছি) তোমার কি লাগবে? যা লাগে বলবে। কষ্ট করে দিন কাটাতে যেন না হয়।

আফশোস আর অনুতাপ, এগুলো সাথে সাথে থাকবেই। এটা

কোনদিনই যায় না। যাবেও না। তবু আফশোস অনুতাপের একটা ধারা আছে। জল আকাশেও আছে, বাতাসেও আছে। মাটির উপরে আছে, মাটির নীচেও আছে। আবার সমস্ত জীবের ভিতরেও আছে। সুতরাং Reserver অনেক। তাই তোমাদের হায়-হুতাশ বা নিরাশ, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা এগুলো সাথে থাকবেই। তবুও স্নেহের কাছে, ভালবাসার কাছে এগুলো জাপ্য হয়ে থাকে। প্রকাশ করবে কার কাছে? যাঁর স্নেহের কাছে আছি, সেই সূর্যের তলে রয়েছি। তাঁর স্নেহ, কৃপা, ভালবাসায় আমরা ভরপুর হয়ে থাকবো, এইটাই আমাদের কামনা। তিনির (তাঁর) কাছে কে রইলো, আমি কারে কাছে ডাকলাম, কারে আদর করলাম, সেটা কিছু না। আদর বা স্নেহ দুইরকম। একটা ছোট বাটিতে খাবার দিয়ে খাইয়ে আদর। আবার বড় একটা থালায় খাবার দিয়ে খাইয়ে আদর। একটা দূরে রেখে আদর। আবার তাকে কাছে রেখেও আদর করা যায়। তাকে সেইভাবেই ভালবাসি। মাপযন্ত্রে কমবেশী নেই। সুতরাং তোমরা সেইভাবেই গড়বে। সেই মন নিয়ে চলবে। **বাস্তবের সব আশা পূরণ হয় না। তার কারণ পূরণের দিকটা নানা কারণে নানা পরিবেশে Circumstances-এর উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কেউ মনে কর, সুখভোগ করছে। আনন্দে ভোগে মেতে আছে। আর তুমি মনে করছো, 'ও' এত সুখভোগ করছে আর আমি বসে বসে কপাল থাপরাচ্ছি।** হতে পারে। কিন্তু দেখা গেল, তোমার জন্য ভোগের ব্যবস্থা এমন সুন্দর করে আরেকদিকে গড়ে উঠেছে, সেটা তুমি তখনি বুঝতে পারছো না। পরে বুঝতে পারবে। এত সুন্দর ব্যবস্থা যে রয়েছে, তাতো জানতাম না। তাতো ঠাকুর কোনদিন আমাকে বলেননি। এখানে দূরে দূরে রয়েছি। তিনি আদর করে কাছে ডাকবেন, সেটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়েছি। তবু এত যে মধুময় অবস্থায় আমাকে রাখবেন, সেতো ভাবিনি। সুতরাং কাকে কোনভাবে treatment করছেন, কাকে কোনভাবে ব্যবস্থা করে রেখেছেন ধরা মুস্কিল, বলা মুস্কিল। তাই তোমাদের প্রত্যেককেই বলছি, তোমরা সেইভাবেই চলবে, সেইভাবেই থাকবে। নিজেদের মধ্যে কেউ কখনও অবহেলিত, অবজ্ঞায় আছি (অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে) এটা সূর্যের তলে বাস করে কেউ যেন না ভাবে। হায়-হুতাশ, হায়-হুতাশ করে কপাল মন্দ, মন্দভাগ্য, এটা যেন কেউ না চিন্তা করে। শুধু মনে করবে, আজ তুমি কোথায় থাকতে? হাড়ে দুর্বা

গজিয়ে যেত। তার থেকে তুলে এনে মায়ের সেবা, সবার সেবা এবং সবার প্রতি কর্ত্তব্য করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আর জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা এখানে লেখাপড়া। সেটা সবার মধ্যে বিরল। সেই বিষয়স্তু, লেখাপড়া জীবনে যা শিখেছ, তারচেয়ে বেশী লেখাপড়া করে অন্যকে পড়িয়ে। সেটা জীবনে কেউ চিন্তা করতে পারনি যে, 'আমি গ্রন্থের সাথে এইভাবে যোগাযোগ রেখে, গ্রন্থের সাথে লীন হয়ে আমার জীবনকে সেই পথে উৎসর্গ করে রেখেছি।' এটা বাস্তবজীবনে সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কর্মজীবনে থাকতে গেলে বই স্পর্শ করার সুযোগ সুবিধা অনেকের হয় না। কিন্তু যাদের হয় আজও তারা সেই বাল্যশিক্ষা পড়ার মত পাঠশালায় যেমন পড়ে, নিজে তারা আজও পড়ছে, পড়াচ্ছে। সবার পক্ষে কি সেই সুযোগ সুবিধা পাবার সৌভাগ্য হয়? সকাল থেকে সেই পড়ানোতে ব্যস্ত। প্রতিমুহূর্ত্তে কত বইয়ের কথা, কত ছন্দের কথা, কত ব্যাকরণ, কত শব্দসম্পদ শিখতে শিখতে জানতে জানতে স্তূপাকার হয়ে যাচ্ছে। তারপর জীবনের গতির পথ দিয়ে যখন চলবে, ঐ গ্রন্থের শব্দসম্ভার চলার পথে সাহায্য করবে। এখন তোমার থাকা, তোমার চিন্তা ধারায় সাহায্য করবে বাহক হিসাবে। তাই তোমাদের একেকজনকে একেকভাবে একেকপথে নিয়ে সেই পথে চালিত করছি। বুঝতে পেরেছ? **তোমরা আমার স্নেহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছ। কেউ পুরীর ঘাটে, কেউ বোম্বের ঘাটে, কেউ লন্ডনের ঘাটে, কেউ আমেরিকার ঘাটে। একটা সাগরেই সবাই হাবুডুবু খাচ্ছ। একই সাগরকে স্পর্শ করে সবাই আছ। কেউ দূরে আছে বলে, মনে করো না যে, আমি সাগর থেকে দূরে সরে আছি।** মহাসাগর প্রত্যেককে বলছে, তোমরা সাগরেই আছ। সাগরের বাইরে কেউ নেই। অন্তরের স্পর্শে থেকে স্পর্শের অনুভূতিটা অনুভব করতে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঐ বাস্তবগ্রন্থের সারকথা থেকে, সারমর্ম থেকে সারটুকুনু গ্রহণ করতে হয়। সব কথা তো গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কলা যখন খায়, কলার বাকলাটা (খোসাটা) ফালাইয়া দেয়। কলার বাকলা তো কলাই। তাও ফালাইয়া দেয়, আবার কলার বীচিটাও ফালাইয়া (ফেলে) দেয়। সেইটাও তো কলাই। কলার মধ্যেই তো থাকে। তোমার যেটা প্রয়োজন, বহু গ্রন্থের থিকা যেটা দরকার, সেটুকুনু তুমি নেবে। যেটা দরকার নাই, সেটাতে তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি নিবা gist of the book (গ্রন্থ)। সুতরাং সেইভাবেই

তুমি চলবে। সেই স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম নিয়েই চলবে। এবং সবাই তোমরা একই পথের একত্রিত যাত্রী। কেউ কাউকে ফেলেও যাচ্ছ না, রেখেও যাচ্ছ না। সবাই সৌরমণ্ডলীর সৌরজগতের সূর্যকে কেন্দ্র করে, তারই তেজে উদ্ভাসিত হয়ে, তারই আলোকে আলোকিত হয়ে পথ চলছো। সবাই তোমরা একই পথের পথিক, যাত্রিক। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে যেন থাকতে পারি। আবার যেন সেই সুরের কথা, সেই সুরের গান, সেই সুরধ্বনি যেন ধ্বনিত করতে পারি সুরময় হয়ে যেন থাকতে পারি, তারই ব্যবস্থায় হবে এই ব্যবস্থা। বুঝতে পেরেছ? সুতরাং অবাধ গতির পথে সবাই এগিয়ে যাচ্ছ। তাই **তোমরা পথিক, যাত্রিক। পাথেয় তোমাদের শুধু স্নেহ, ভালবাসা, মহানাম, তত্ত্ব আর তাদের তথ্য। কোন্‌টা বিত্ত আর কোন্‌টা বিত্ত নয় বুঝে নিতে হবে। কখনও কামকামনায় ব্যতিব্যস্ত করবে। কামকামনায় তাড়না করবে। কিন্তু তোমার কামকামনার দিকটা যেন সেই কামনার পথে থাকে। সেই কামনার পথে তোমার কাম যেন পরিতৃপ্ত হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।** পথিক সেখানেও দেখবে, চরম সঙ্গম। যেই ক্ষণিকের সঙ্গমে সাময়িক তৃপ্তি, সেই মহাসঙ্গমে পূর্ণতৃপ্তি। বুঝতে পেরেছ? একটি কথা মনে রাখবে, সবসময় কিভাবে সংগ্রহ করবে, কিভাবে তৈরী হয়ে থাকবে, তার চিন্তা করবে। সাগরের পারে যারা থাকে, তারা সাগরে স্নান করে, সাগরের জল দিয়ে পূজা-অর্চনা করে, সাগরের জল দিয়ে তারা নানা রকমারী কাজ করে। আবার সাগরের বালি খনন করে তারা মিষ্টিজল বার করে। কত সুন্দর। এক হাত বালি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। এক বিঘত বালি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। সাগরের জল স্পর্শ করলেই সাগরকে পাওয়া যায়। সুতরাং তত্ত্ব হচ্ছে এমন জিনিস। যারা তত্ত্বের সংস্পর্শে আসে, তারা দেখেও যদি চোখ বুঁজে চলে যায়; মান অভিমান করে, নানারকম কাণ্ডকীর্তি করে যদি তাদের চলে যেতে হয়, সেটা কি ঠিক? তাদের এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করতে, তাদের মনরক্ষা করতে, তাদের মান অভিমান ভাঙাতে ভাঙাতে 'এইরকম করিস না, এইরকম করিস না', বলতে বলতে যদি আমার সময় নষ্ট করতে হয়, এরচেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই।

তাই তোমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, যে যতটুকুনু সময় পাবে, কর্ত্তব্য কাজের সাথে সাথে এইগুলো গুছিয়ে নিয়ে পথ চলবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

গতির সাথে গতি মিলিয়ে চলতে হবে, যত ঝড়ই আসে আসুক, বিচলিত হবে না।

সুখচর ধাম
৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

প্রত্যেকের জীবনেই বাধা নানাভাবে জর্জরিত করে। এসব তোমাকে মুক্তিপথে এগিয়ে নেবার জন্য; তোমাকে জব্দ করার জন্য নয় বা ডুবিয়ে দেবার জন্য নয়। পথ পরিষ্কার করে সম্মুখে এগিয়ে যাবার জন্য এগুলির প্রয়োজন আছে। সুতরাং বিচলিত হবে না। তুমি কেন বাস্তবের জিনিসের ভিতরে নিজেকে ডুবিয়ে রাখছো? ভিতরে যা কিছু আসুক, কাম ক্রোধ লোভ যা কিছু আসুক, এসবই ক্ষণিকের বৃত্তি। **মরেই যখন যাবে, অপমান কানকথা (শোনা কথা) প্রভৃতি দিয়ে সময় নষ্ট করার কি প্রয়োজন? শুদ্ধ অবস্থায় তুমি আছ যখন, এইগুলির মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার কি প্রয়োজন? আজ চোর, ডাকাত বললো, কাল পা ধরলো, লাভ কি? মৃত্যু না থাকলে কথা হ'ত।** তোমাকে নিতে হবে প্রকৃতির অনন্ত সুর, অনন্ত ধ্বনি, বেদধ্বনি। তোমরা অনন্ত পথের পথিক যাত্রিক। এখানকার বেশীরভাগ শাস্ত্রকারেরা রাহু, কেতু, শনি কাম-ক্রোধ ইত্যাদি ব'লে সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছে। তারা বলে, এগুলো থাকলে ভগবদ্ দর্শন হবে না। কোন্ মহানের এগুলো গেছে? যেতে পারে না।

পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ, সেখানেও কাম ও বাসনা। সুতরাং কাম, ক্রোধ, লোভ বন্ধ করতে হবে, এ ভাবনা নিরর্থক। দেহ যতক্ষণ আছে, এগুলি থাকবেই। কাম হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। এর মধ্যেই ক্রোধ, লোভ সব আছে। Mixture-এর মতো। মিক্‌শ্চারে সাপের বিষ, মদ সব আছে। তাতে সাপের বিষ বা মদ খাওয়া হল না। **বোতলভরা মদ খাওয়া ভাল নয়। কিন্তু এই মিক্‌শ্চার শরীরে পক্ষে ভাল। প্রকৃতির থেকে কাম, ক্রোধ, লোভের মিক্‌শ্চার দেহে Pack করে পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমার দেহের মিক্‌শ্চারের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলাই হল ব্রহ্মচর্য।** উৎকট অবস্থাটাই হ'ল ব্রহ্মচর্যের

স্খলন। কানে শুনতে পাও বলে factory-র উঁচু স্বর কানে নিলে ক্ষতি হবে। প্রতিটি বিষয়ে Balance রাখতে হবে। পাহাড়ী রাস্তায় Balance রেখে রেখে drive করে উপরে উঠতে হয়। অন্যমনস্ক হলে বা Balance হারালে আর রক্ষা নাই। বীর্য কখনও সম্পূর্ণ রক্ষা হয় না, কিছুটা বেরিয়ে যাবেই। সমুদ্রে উথাল পাথাল ঢেউ সব সময় আছে সাগরের জলকে সজীব রাখার জন্য; বাচ্চাশিশুর হাত পা ছোঁড়ার মতো। বেশী উঠলেও খারাপ, কম হলেও খারাপ; থেমে গেলেও মুস্কিল হবে। সমস্ত দেহটাই কাম। দেহটাই কামবীজ, কামের স্ফূরণ মাত্র। তুমি তোমার ধ্বনিকে আকাশের সাথে মিশিয়ে দাও। অনন্ত গতির পথের পথিক হয়ে কাজ করে যাও। হাজার নিন্দা, সমালোচনা, অপবাদ আসবে, হোঁচট খাবে। এটাই নিয়ম।

বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দু'বছর চারবছর বয়সে যারা এসেছে আমার কাছে, এখন বড় হয়ে গেছে। এদের নিয়ে অপবাদ আসবে, face করতে হবে। সে নিয়ে মাথা ঘামালে অন্য দিকে মন দেওয়া যাবে না। ভিত্তি দৃঢ় হওয়া চাই। সুর কখনও অপবিত্র হয় না। এর মধ্যে এমন একটি ক্ষমতা আছে, বেদধ্বনি আছে, যার চর্চায় (রেওয়াজে) যা কিছু অপবাদ, অপপ্রচার সব চলে যাবে, আমাদের ভুলে আমরাই ডুবছি। থেমে যাওয়াতেই সব গরমিল। গতির সাথে গতি মিলিয়ে চলতে হবে। যত ঝড়ই আসে আসুক, বিচলিত হবে না। আমাদের ভিতরকার সূর্য বিরাট শক্তি নিয়ে তার উপরে উঠবে। **ভুল বোঝাবুঝি আসবে, বিচলিত হবে না। পুরোদমে কাজ করবে। গুরুগত প্রাণ হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন করবে। আর সাথে থাকবে রাম নারায়ণ রাম।** আকাশের ধ্বনির সাথে গতি মিলিয়ে চলবে। মনে জোর নিয়ে মাভৈঃ বলে এগিয়ে যাবে। নাম সুর এবং গান থাকবে আর মনে মনে উচ্চারণ করবে বীজমন্ত্র। বেদের প্রচার করবে। বেশী কথা বলবে না। বেশী কথা শুনবে না। পবিত্র ধ্বনিতেই পবিত্র জীবন পাবে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি আছে বলেই আবেদন নিবেদন করতে শিখেছ। ব্যাধি আছে বলেই প্রকৃতিতে ঔষধের ব্যবস্থা, ডাক্তারের প্রয়োজন। রাম নারায়ণ রাম এই মহানামের রিদ্‌ম্ (Rhythm) অর্থবোধে চিন্তাবোধে প্রবাহিত হয়ে পবিত্র হবে, মুক্ত হবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

নিজের সম্বলটুকু গুছিয়ে নাও, একদিন আমার কথাগুলি কাজে লাগবেই। এখন ভাল না লাগতে পারে।

পুরী
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, বাস্তবজগতের circumstances, society, friends কোনকিছুই আমাদের favourable নয় বা হবে না। অথচ এই Society তে, এই আবহাওয়ার ভিতরেই আমাদের বাস করতে হবে। যে কাজের যে পদ্ধতি, তাহা করতেই হবে। এরজন্য অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা যতই সহ্য করতে হোক না কেন, face করতে হবে। Physical strength acquire করতে হলে লেংটি পরে Exercise করতেই হবে। তখন বাস্তব জগতের ভদ্রসমাজ হয়তো Shameless crature বলে গালি দেবে। পরে যেদিন সেইশক্তির প্রয়োগে তাদেরই জীবন রক্ষা পাবে, সেদিন তাদের ভুল যে আগে হয়েছিল, সেটা তখন বুঝতে পারবে।

আমাদের কাজ হচ্ছে সব naked সত্যের কাজ। সেই naked কাজের উপর কত যে আবরণ আছে, society তা বুঝতে পারবে না। যেমন তুমি হয়তো দেখেছো, গ্লাসের জলে বিষধর সর্প মুখ দিয়ে গেছে; তৃষ্ণার্ত্ত মানব অজ্ঞানতাবশতঃ সেই বিষাক্ত জল পান করতে যাচ্ছে। তখন এমন সময় নেই যে, তাকে বুঝিয়ে, তাকে সবকিছু বলে নিবৃত্ত কর, যদিও বাঁচাতে তাকে হবেই। তখন কোন কথা বলার সময় নেই। যেমন করে হোক, জোর করে ধরে হলেও তাকে বাধা দিতে হবে। হয়তো সে উল্টো বুঝবে তোমায়। তুমি নিজে গ্লাসের জলটুকু খেতে চাও ভেবে সে হয়তো তোমায় খুন পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু উপায় নেই তোমার। নিজে খুন হলেও তাকে বাঁচাতে হবে সর্পের বিষ হতে। পরে সুস্থ চিত্তে সে সব শুনে নিজের ভুল বুঝে ক্ষমা চাইবে।

মেয়েদের লজ্জা কেমন জান? তারা পুড়ে মরবে; তবু লজ্জার ভয়ে কাপড়টা ছাড়বে না। যদিও দেখছে পরণের কাপড়ে আগুন লেগে গেছে। দুই, এক মিনিটের জন্য কাপড়টা খুলে যদি উলঙ্গ হয়, তবে কিন্তু প্রাণে বাঁচে। কিন্তু সে যে লজ্জার কথা। তা সে করবে কি করে?

Danger সবসময় আমাদের মাথার উপরে আছে ও থাকবে। বিবেক, বিচার, বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করে তাকে (danger-কে) আটকিয়ে রাখতে হবে। এভাবেই বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। নদীর তলায় ঘর বেঁধে যেমন কোন কোন দেশের লোক বাস করে, ঠিক তেমনি danger রূপ Ocean-এর তলায় বিবেকরূপ ঘরে বাস করতে হবে।

জীবন চরিত্র সম্বন্ধে উপদেষ্টা (জন্মসিদ্ধ মহান) যেমন উপদেশ দেবেন, তা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য না করে Mass-কে লক্ষ্য করে প্রয়োগ করতে হবে।

অনুভূতি (Realisation) হয়নি বলেই কোনও জিনিসকে তাচ্ছিল্য করা চলবে না। Realisation হয়তো একদিন হবেই। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই হবে Realisation।

অনেক সমস্যাপূর্ণ জীবন কাটাতে হবে। কারণ সবকিছু naked হয়ে যাবে বলেই movements হবে suspicious। তাই শান্তি মোটেই থাকবে না। কোনকিছুই বিশ্বাস করা যাবে না। ডাক্তারি পড়ার ফলে যেমন সবকিছুতেই poison বলে suspicion হয়, তেমনি আমাদের চলার পথেও পদে পদে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব থাকবে।

যে সাধনায় নেমেছি, যেসব symptoms পাচ্ছি বা পাবো, তা সবার বেলাতেই প্রযোজ্য। এই সবকিছুর সমাধান হবে মনের দ্বারা, brainwork দ্বারা। বিবেকের দ্বারা সকল সন্দেহের সমাধান বা মীমাংসা করে নিতে হবে। নিজের জীবন যেন সন্দিগ্ধপূর্ণ হয়ে, অশান্তিপূর্ণ হয়ে না ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে, **তুমি ডুবুরী। আর উপদেষ্টা (জন্মসিদ্ধ মহান)**

শিকল বেঁধে society-রূপ সাগরে তোমাকে নামিয়ে দিয়েছেন। শিকলতো তাঁরই হাতে। তাই ভয় পাবার কিছু নেই। বহুজীবের সাথে fight করতে হবে। কিন্তু মহান বা উপদেষ্টা সব সময় রক্ষা করবেন; সব সময়। ডুবুরীর মতো মণিমুক্তা কুড়ানো হচ্ছে তোমার কাজ, তোমার duty যা কিছু বাজে জিনিস, কাদা, মাটি সেসব minus হবেই। Disturbance, সন্দেহ, মান-অপমান, অহঙ্কার সব কিছুই চূর্ণ করতে হবে by your power— একথা সবসময় যেন জাগ্রত থাকে স্মরণে।

আঘাতপূর্ণ বাণী কাউকে বলা চলবে না। এমনকি নিজের প্রতিও তার প্রয়োগ করা চলবে না। শত্রুর সাথে শত্রুতা যে কারণে, তাহাই solve করতে হবে।

জীবন রহস্য Gradually clarified হয়ে যাবে। তোমার কাছে তা প্রকাশ পাবে। কিন্তু এসব advantage-এর misuse করা চলবে না। উপদেষ্টা বা মহানের পারমিশন (অনুমতি) ছাড়া এসব power apply করা চলবে না। শিকারীর শিকারের প্রতি লোভ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু লোভ এলেও power apply করা চলবে না। তাঁর পারমিশন না নিয়ে পরীক্ষাছলেও power apply করা চলবে না।

যে যে সাধনমার্গে আমরা যাচ্ছি, সেইসব symptoms আসবেই। যেমন ডিমের ব্যবসা করলে ডিমওয়ালারা তোমার পাশে এসে ভিড় করবেই এবং প্রতিমুহূর্তে puzzled করে দেবে। বহুলোকের সাথে সমাজে চলাফেরা করতে হবে। তোমার power টা তাদের মধ্যে reflected হয়ে, আবার তোমাকেই influence করে, ওদের দিকে incline করতে পারে; এটাই স্বাভাবিক। কারণ power টা যে তোমারই কি না। তাই প্রতি মুহূর্তে puzzle করে দিতে চাইবে। তখন বিবেক, বুদ্ধি, বিচার জাগ্রত রেখে সাবধান হতে হবে।

সাধনার পথে যখন এগিয়ে যাবে, তখন আকাশের মেঘপূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থার মত অবস্থা (সন্দেহ etc.) সবসময়েই face করতে হবে। সূর্য কিন্তু রয়েছে সেই মেঘেরই অন্তরালে। তেমনি ভ্রান্তিরূপ মেঘ এসে meditation, জপ, তপ, বিভূতি, গুরুবাদ, মহানবাদ, শাস্ত্রবাদ সবকিছু চূর্ণ বিচূর্ণ করে

দিতে পারে। কিন্তু Spiritual guide প্রতিমুহূর্ত্তে যে রয়েছেন সাথে সাথে, সে আভাষও প্রতিমুহূর্ত্তে পাওয়া যাবে। মেঘ কেটে গেলেই দেখা দেয় সূর্য। তেমনি সন্দেহ বা ভ্রান্তি কেটে গেলেই বুঝা যায় যে, গুরু তারই পিছনে বিরাজ করছেন। claud affairs টা sun-এর জন্যই। মেঘের উৎপত্তি সূর্য হতেই। তাই মেঘ দেখলেই বুঝতে হবে, সূর্য লুক্কায়িত রয়েছে তারই পিছনে। ঠিক তেমনি করে সমস্যা আসলেই বুঝতে হবে যে, তার সমাধানের মাঝেই রয়েছেন গুরু। আবার মেঘ থেকেই হয় বৃষ্টিপাত। আর বৃষ্টি হলেই ভূমির উর্বরা শক্তি বাড়ে। তেমনি করে ভ্রান্তি থেকেই হবে তার সমাধান, আর সমাধান হলেই হবে success।

যে বিষয়ে যে সাধনায় নেমেছ, অহর্নিশ সকল অবস্থাতে, সকল কাজের মধ্যে তা maintain করে রাখবে (as if in a refrigerator)। ইহা রাখা সম্ভব। কারণ সবকিছুই যে এই বিষয়েতে এই সাধনার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। প্রতিমুহূর্ত্তে conscience বলে দেবে, কি করা বা না করা উচিত। তা (বিবেক) apply করতে হবে। Protection ও প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসবে। দ্বন্দ্ব ও সমস্যার মীমাংসার পথও সাথে সাথেই দেখা দেবে। ঠিকভাবে শুধু conscience খাটিয়ে যেতে হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সব বুঝতে পারবে এবং যে force তুমি পাচ্ছ ও পাবে, conscience তাই বুঝিয়ে দেবে। এটাই হ'ল তোমার চলার পথের বাধা ও তোমার মনের সন্দেহ দূর করার উপায়।

উপদেষ্টা বা মহানের কার্যকলাপ

মহানরা যে যার যে অবস্থায় আছেন, তার নিয়মকানুন temporarily maintain করতে হবে; প্রত্যেককে তা maintain করে চলতে হবে। ইহাই আইন। সেই maintaining-এর যে রীতিনীতি, আইনভাব; সেই সমস্ত ভাব দিয়ে সমস্ত মহানদের সাধকদের বিচার করা হয়েছে; যদিও সেগুলি তাহাদিগকে বিচার করার জিনিস নয়। তবুও বিচারের খাতায় তাঁদের টেনে এনে, তাঁদের সম্পর্কে জেনে জেনে সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। তাই যাঁর ব্যক্তিগত (Instruction) নির্দেশে আমার কাজ, জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যাহা কিছু করছি, যিনি এইসব দান করছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন, এই

বাস্তজগতের ভাবধারাতে আমাতে এবং তাঁতে কতখানি পার্থক্য তাহা অবধারণ করা বিধেয়। যদিও তাঁর উপর উহা নিরীক্ষণ করা অপ্রয়োজনীয়; কিন্তু এই জাগতিক ভাবধারাতে essentially প্রযোজ্য। এই ভাবধারাতে (যে যে আবহাওয়াতে রয়েছি, তাতে) কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির খেলা চলছে এবং এইসকল ভেদাভেদে আমাদের মহানদের এবং সাধকদের বিচার চলেছে। বিচারের খাতায় তোমাতে এবং মহানেতে কতটুকু পার্থক্য, সেদিক দিয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

একজন সাধারণের জীবনচরিত্রে কামোন্মাদনা, কামবৃত্তি, লোভ, প্রলোভন, অহঙ্কার, মান, যশ প্রতিষ্ঠা, বিনা কারণে অন্যের সর্বনাশ (আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য), বিনা চিন্তায় সন্দেহ, বিনা প্রয়োজনে নিন্দা, চর্চা, সমালোচনা; নিন্দাতে আনন্দ, মিথ্যাতে আনন্দ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, মিথ্যাতে নিজেকে সাধক, ধনী বলিয়া পরিচয় দান; সকল দিক দিয়া মিথ্যাকে আশ্রয় করে বড় হতে চাওয়া ইত্যাদি বহু চিন্তাধারা বিদ্যমান। যে সকল বৃত্তিতে মহান হ'তে চ্যুত, সেইগুলি হ'ল এই ধরণের ভাবধারা। এই সকল ভাবধারা যাদের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তারা মহান নয়। তাই **যিনি আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, কাজে নামাচ্ছেন, তাঁর ভাবগতিক আমাদের জেনে নেওয়া দরকার নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য। কোন্ কোন্ বৃত্তিতে, কোন্ কোন্ ধাক্কায় তিনি influenced হয়ে moved হচ্ছেন? তা জেনে নেওয়া দরকার। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়েই উপদেষ্টা (মহান) তা প্রমাণ করে দেবেন।** কয়েকটি মাত্র paints দিয়ে আপাততঃ তিনি (জন্মগত মহান শ্রীশ্রীঠাকুর) এই শুধু জানিয়ে দিলেন যাহলে, যে ভাব এলে ঐসব (জন্মগত মহানের কার্যকলাপ) ভাবধারার সাথে কোন প্রকার সামঞ্জস্য থাকে না। এই উপদেশও শুধু মুখে মুখে দিলে চলবে না। তিনি তাঁর জীবনে circumstances-এর ভিতর দিয়ে Practical demonstration দিয়ে দেবেন। Circumstances শুধু সাক্ষী হলেই চলবে না। তাঁর গতিবিধি, কার্যকলাপ সবকিছু একই সমন্বয়ে আছে কিনা, তা জানতে হবে। **উপদেষ্টার দেশ, কাল, বয়স, আবহাওয়া সবকিছু জানতে হবে। তোমাতে এবং তাঁতে কতটা পার্থক্য, তাহাও উপদেষ্টা বুঝিয়ে দেবেন। ইহা তাঁরই duty (কর্ত্তব্য)। উপদেষ্টা থাকবেন জন্মগত চিন্তাধারা (মহাকাশের আদিসুর) নিয়ে। একেই বলে গুরুবাদ। গুরু হচ্ছেন গতিদাতা।**

প্রকৃতির ঐতিহ্যের ধারা নিয়ে যিনি আসেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। তাঁর শক্তি, তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর গতিবিধি সকলের মত থেকেও সবকিছু থেকে পৃথক থাকবে। জন্মের সাথে সাথেই তাঁর শক্তির বিকাশ হবে, প্রকাশ হবে। প্রকাশের প্রমাণ হবে ভক্তদের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শের এবং সঙ্গের ব্যবধানে। কোন্ কোন্ ভক্ত, কোন্ কোন্ লোক কত বিভিন্ন অবস্থাতে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করছে, তা অবগত হতে হবে। তাঁর গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপকারিতা; উপকারিতার বিনিময়ে কতখানি benefited হচ্ছে, সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন কিনা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নিজের ব্যক্তিত্বকে বলে কয়ে প্রকাশ করে তিনি কতটুকু খুশি এবং সে খুশি নিজের খুশি, না শিক্ষার জন্য খুশি, তা দেখতে হবে। উপদেষ্টা নিজে খশি এবং অখুশি উভয়েরই উপরে বা বাহিরে।

সাধারণতঃ উপদেষ্টা খুশী এবং অখুশী উভয়কেই ডেকে এনে (loan করে) তাদের ব্যবহার করেন নিজের জীবনের ব্যক্তিত্বে। ফুলবাগানের মালি যেমন বাগান তৈরী করেই খুশী, উপদেষ্টাও তেমনি উপদেশ দিয়ে ভক্তদের তৈরী করেই খুশী। আবার খুশী অখুশী কোনটাই তাঁর জন্মগত বা মজ্জাগত নয়। এই দুটোকে ডেকে এনে বাস্তবতার সাথে তাদের মিশ্রিত করে এইটুকু শুধু বুঝিয়ে দিতে চান যে, তিনি শুধু তৈরী করেই খুশী। এই খুশী বোধটা সাময়িকভাবে loan করে তিনি ব্যবহার করেন এবং খুশী হবার বোধটা সবাইকে জানিয়ে দিতে চান। আবার যখন তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখবোধ করেন, তখন সেই দুঃখবোধটুকুও জানিয়ে দেন দুঃখকে সাময়িক loan করে এনে। বিভূতিবাদ নিয়ে উপদেষ্টার যেসব কার্যকলাপ ও গতিবিধি, সেসব শুধু ভক্তদের খুশি করবার জন্যই। কাউকে একথা বলতেও তিনি লজ্জাকে টেনে এনে লজ্জাই বোধ করেন। **এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি যশ মান ইত্যাদিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঘৃণাবোধ করেন। আবার ঘৃণাকেও loan করে আনেন উহাদের যশ মান ইত্যাদি দূর করার জন্য। উপদেষ্টা তাঁর বিষয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে conscious।**

Sense is function of the nerve। কিন্তু সেই sense ও তিনি loan করে আনেন। তিনি গ্রহণ করেন শুধু scent, যে শুধু বয়েই চলেছে। ফুল কিনতে হয়। কিন্তু ফুলের scent কিনতে হয় না। Scent-এর কেনাও

নাই, বেচাও নাই। এ শুধু বয়েই যাচ্ছে। প্রবাহিতের ধারা হতে Scent গ্রহণ করেন বলে, তা loan করতে হয় না। টাকার শব্দেতে টাকার সম্বন্ধে তিনি সচেতন। কিন্তু টাকা তিনি পেলেন না বা গ্রহণ করলেন না, এই হচ্ছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গতিবিধি। টাকার শব্দ যেমন তার সত্তাকে জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেয় যে, কিছু একটা আছে; scent ও তেমনি বুঝিয়ে দেয় যে, কিছু একটা আছে; যার scent ভেসে আসছে।

উপদেষ্টার (জন্মসিদ্ধ মহানের) উপদেশ কোন ধারাবাহিক নিয়ম মেনে চলতে পারে না। সমুদ্রের মাঝে চলার সময় যখন পথ হারিয়ে যায়, তখন star দেখে দিক ঠিক করতে হয়। তেমনি উচ্চাঙ্গের অতি উচ্চে উঠে গেছেন যিনি; ভাবে ও অতিভাবে চলে গেছেন যিনি, বাস্তবরূপ Ocean এতে দিকহারা উচ্চাঙ্গের দিকে তিনিই দিক দেখিয়ে দেন। তাই হারিয়ে যাবার ভয়, গুলিয়ে যাবার ভয়, দিশেহারা হবার ভয় থাকবে না। প্রতিমূহুর্ত্তে তিনি প্রতিটি movement সম্বন্ধে conscious যাদের বাস্তবের আইনের ধারার ধারাবাহিকতায় রয়েছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা ও গতিবিধি, সন্দেহপূর্ণ গতিবিধি, তাদের কার্যকলাপ তাদের নিজেদের defect ঢাকতেই ব্যস্ত। কিন্তু উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে উলঙ্গেরই সঙ্গীত। মুখের বিকৃতিতে সৌন্দর্যের হানি (নষ্ট) হবে, সেদিকে গায়কের খেয়ালই থাকে না। আর যারা সবেমাত্র সা রে গা মা সাধছে, তারা সঙ্গীতের উৎকর্ষতার চেয়ে নিজের অঙ্গভঙ্গী সম্বন্ধেই বেশী সচেতন। উপদেষ্টা বাস্তবের ভাবধারাতে সকলদিকে সকল কার্যকলাপে সকল সময়ে চৈতন্যের খেলায় সচেতন। তিনি সচেতন হয়েও যেন সচেতনতাকে চেপে রেখে অচেতনের Pose করেন। তখন সে সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই তিনি সচেতন। **প্রভূত ক্ষমতাবান ও ধনী (আধ্যাত্মিক সম্পদে) হয়েও যখন অভাবগ্রস্ত (সাধারণ) বলে Pose করেন, তখন সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন। ভবধামেতে (পৃথিবীতে) ছয়রিপুর যে খেলা, তিনি সেই রিপুরবশীভূত নন; বরং রিপুগুলিই তাঁর বশীভূত। তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর উচ্চাঙ্গের ভাবধারা; উচ্চ সঙ্গীতের উচ্চ সুরের সাথে সুর মিলিয়ে গান গাওয়া। প্রমাণ তাঁর বিভূতিবাদ; প্রমাণ তাঁর জন্মগত গুণগরিমা। প্রমাণ তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর সত্যতা; প্রমাণ তিনি নিজে স্বয়ং।** প্রমাণ তাঁর circumstances, প্রমাণ তাঁর ভক্ত;

প্রমাণ তাঁর সত্যবাদিতা, প্রমাণ তাঁর চৈতন্য, তাঁর শিক্ষাবাদ; সর্বাবস্থায় অচল অটল অবস্থা। তিনি নিজের গড়ণের উপর সচেতন, পুরুষকারের উপর সচেতন। আশ্রমবাদী ভেকবাদী মহানরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা; কোন অবস্থাতেই তাঁতে এসব ভাবধারা খেলা করে না। প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি ভক্তদের সবকিছু অবগত হয়ে আনন্দে তা নিজের ভিতর dissolve করে দেন। সব জেনেশুনেও না বুঝার ভাণ করে বসে থাকা, ইহাও একটি প্রমাণ। আবার পরমুহূর্ত্তে prestige position বজায় রেখে, সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে, কাউকে কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে, সবকিছু বুঝেও অবুঝের pose করা, ইহাও মহানেরই অঙ্গবিশেষ। নিন্দামূলক বাণী অথবা প্রশংসামূলক বাণী কেউ বললেও তৎক্ষণাৎ তিনি তা সমর্থন না করে, বিচার করে, সমাধান করে, তবে তা গ্রহণ করেন বা বর্জন করেন। বাস্তবের কোন অবস্থাই তাঁকে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করতে পারে না। যদিও সবসময়েই স্পর্শের মাঝেই তিনি বিরাজমান রয়েছেন।

উপদেষ্টার (জন্মসিদ্ধ মহানের) কার্যকলাপ বুঝতে হলে, তাঁর সাথে সঙ্গত করা দরকার। সঙ্গতের সুযোগও তিনিই দেন। নিজেকে safe-side-এ রাখার জন্য সমস্ত উপায় জানলেও তিনি কখনও তা ব্যবহার করেন না। এরজন্য ভুলের মাঝে তাঁকে পড়তে হয়। কেন পড়েন? তার কারণ যখন ভক্তের ভুল সংশোধন হবে এবং মহানকে ভুল বোঝার জন্য ভক্তের মনে অনুতাপ হবে; তখন সেই অনুতাপই নিয়ে যাবে তাকে এগিয়ে চলার পথে। তাই আঘাত, প্রতিঘাত, মান, অপমান সব সহ্য করে ডুবে থাকেন, শুধু তার (ভক্তের) ভুল সংশোধনের অপেক্ষায়। সুতরাং nearest ও dearest যারা, তাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন উপদেষ্টাকে ভুল না বোঝে।

উপদেষ্টা ও ভক্তের ব্যবধান, বাস্তবজগতে Ocean এবং Star-এর ব্যবধানের সমতুল্য। তাঁর দেওয়া মন্ত্রের মত তাঁর প্রতিটি বাণীতে যেন কাজ করে। উপদেষ্টা ও গুরু হচ্ছেন গতিদাতা। ইহা যেন প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ থাকে। গুরু কৃপাহি কেবলম্। সবকিছু হয়, যদি তাঁতে মনপ্রাণ হয় সমর্পিত। সর্বদা মনে রাখতে হবে, চলার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তোমার চেয়ে তাঁর দায়িত্ব বেশী। এতবড় যে বান্ধব, ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে যেন তাঁকে ভুল বোঝা না হয়। সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। একদিন

হয়তো সেই ভ্রান্তি দূর হয়ে অনুতাপ আসবে। কিন্তু তখন দেহাতীত। তখন আর সাথে কেউ থাকবে না। সেদিনের সেই অনুতাপ অট্টহাসির মতো বুকে নিদারুণ ব্যথা দেবে।

তাই শুধু তাঁর আশীর্বাদ কামনা করে চলতে হবে, যেন জীবনের পথে শত ভ্রান্তিতেও তাঁকে ভুল বোঝা না হয়। নিজের মন আত্মা সবকিছু তাঁতেই সমর্পণ করবে। তাঁর উপর অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা রেখে, তাঁর চিন্তাধারার সাথে সাথে যেন নিজেকে গুছিয়ে চলতে পারা যায়, এই আশীর্বাদ শুধু কামনা করবে। যদিও এইসব কথা 'শূন্যবাদ' মাত্র, প্রয়োজনের মাঝে অপ্রয়োজন মাত্র। তবু নিষ্প্রয়োজনের মাঝে ইহা বলার প্রয়োজন আছে।

মহান যাঁরা, তাঁরা সবচেয়ে বেশী দুঃখী। তাঁরা সবচেয়ে বেশী জ্বালা সহ্য করে থাকেন। প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভক্তের নিকট গুরু পরীক্ষা দিচ্ছেন। এতটুকু সন্দেহ শিষ্যের মনে থাকলেও গুরুবাদ টিকবে না। তাহলে ভক্তের কাছে পরীক্ষায় গুরু পাশ মার্ক পান না। এত দামী যে diamond, এত বড় যে সমুদ্র, নিজের ভ্রান্তিতে ভক্ত তাকে চিনতে যেন ভুল না করে। Efficient guide হলে তিনি সবসময় সচেতন থাকেন; যেন ভক্তের কাছে পরীক্ষা দিয়ে তিনি পাস মার্ক পান। ভক্তের কাছে গুরুর পরীক্ষা দেবার কথাটা শুনতে ভাল লাগে না সত্য, তবু তাই চলছে বলেই বলা। টাকা নিজে খাঁটি হয়েই সবার কাছে বিরাজ করে। তবু সবাই নেবার সময় টাকা বাজিয়েই নেয়।

টাকার সত্যতা কিভাবে প্রমাণিত হয়, তা আগে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তারপর টাকা বাজিয়ে নেওয়াই নিয়ম। তেমনি উপদেষ্টা স্বয়ং গুরুবাদের ভিতর দিয়ে ভক্তকে শিখিয়ে দেন, কিভাবে তাঁকে (উপদেষ্টাকে) বাজাতে হবে। ভক্ত শুধুই আঘাত দিতে পারে। বজাতে তো সে শেখেনি। তাই প্রথমে ভক্তকে শিখানো হয়, কিভাবে কি করে তাঁকে বাজাতে হয়। উপদেষ্টার নির্দিষ্ট উপদেশ ও পথ মতন ভক্ত যখন বাজাতে পারবে, তখন উপদেষ্টা তার নিজের আসন নেবেন। সচেতনের মধ্যে থেকেও যে ভক্ত অচেতন, এসব কিছুর জন্যও উপদেষ্টাও দায়ী।

বুঝ খাঁটি থাকলে একজন জ্ঞানবান উপদেষ্টা (জন্মসিদ্ধ মহান) বহুকে টেনে নিতে পারেন। যেমন একটা ইঞ্জিন টেনে নেয় বহু মালগাড়ী। সত্য ও

জ্ঞান ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকলে অজস্র অজস্র টেনে নেওয়া যায় আলকাতরা হতে পিচ পর্যন্ত সব। সহজ ও সরল হওয়ার জন্য অনেক গালি বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে। ভাবতাম, প্রলোভন যদি মনে মনেও একটু প্রশ্রয় দেই, তবে আমি কলুষিত হয়ে যাব। সেইজন্যই সরলতা ছেড়ে দেই নাই।

গুরুশরণাগত না হলে অর্থাৎ বগী আর ইঞ্জিন একসঙ্গে না করে দিলে, অসুবিধা হয়। অতি কঠিন বস্তুকে তরল করে দেওয়াই হচ্ছে জ্ঞানবান ব্যক্তির কাজ। জ্ঞানরূপ আগুন সমস্ত কিছু ঠিক করে দেয়। জ্ঞানরূপ আলোকই আমাদের সাধনা। ধারালো অস্ত্রও অব্যবহারে মরচে পড়ে অকেজো হয়ে যায়। তখন দরকার একটু বালির; যাতে মরিচা ঘসে পরিষ্কার করে আবার ধারালো হয়। **আমাদের ভিতরকার পাঁঠা মহিষরূপ অজ্ঞানতার রিপু নষ্ট করতে হবে। এগুলিকে খণ্ডন করতে হবে জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা। কঠিন যখন তরল হবে, তখনই বুঝবে তোমার সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছ।** কুয়াশায় যাতে ঘিরে না ধরে, তা দেখে যার যার সম্বল খুঁজে নিতে হবে। কারণ জীবন অবসানের পথে।

সাম্য, সৌন্দর্য, সত্যে প্রতিষ্ঠিত যিনি, তিনিই একমাত্র গুরু হতে পারেন। অর্থ থাকবে প্রয়োজনের তাগিদে; শুধু মিটিয়ে নেওয়ার জন্য যেটুকু দরকার, ততটুকু। **নিজের সম্বলটুকু গুছিয়ে নাও। একদিন আমার কথাগুলো কাজে লাগবেই। এখন ভাল না লাগতেও পারে। কারণ আমি ধর্মের দেশ বা সত্যের দেশে বিচরণ করি। আমি তাদের জন্যই বেরিয়ে পড়ি, যারা একটু এগিয়ে আসে।**

আমি হারানোর মাঝে হারিয়ে রয়েছি,
তাকানোর দিকে তাকিয়ে।

সেইরূপ তোমরা সূর্যমুখী ফুলের ন্যায় দিক ঠিক রেখে এগিয়ে চলো।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জন্মসিদ্ধ মহানের স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা থেকে কেউই বঞ্চিত নয়

সুখচর ধাম
১৯শে জুন, ১৯৭৬

পৃথিবীর ইতিহাসে জন্মসিদ্ধ মহান বিরল। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, আজ থেকে অনেক কোটি বছর হয়ে গেছে। **মহাপুরুষ, অবতার, সাধক এই ধরাধামে অনেক এসেছেন। কিন্তু জন্মসিদ্ধ মহান ক'জন এসে এই ধরাধামকে পবিত্র করেছেন, গুণে বলা যায়। এখানে এসে যাঁরা অবতার, সাধক ইত্যাদি হয়েছেন, বেশীরভাগই দেখা যাচ্ছে, একটু বয়সে পা দিয়ে সাধনার জগতে প্রবেশ করেছেন।** কেউ ১৬ বছরে, কেউ ১২ বছরে, কেউ বা ২০ বছর বয়সে সাধনা শুরু করেছেন। কিন্তু মায়ের পেট থেকে পরে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হবার পরে পরেই সাধনায় সিদ্ধির যে প্রকাশ, সেটা বিরল; বেশী দেখা যায় না।

যাঁরা জন্মসিদ্ধ, তাঁরা জন্ম হওয়ার আগে থেকেই সব কাজ শেষ করে আসেন। জন্মের সাথে সাথে তাঁর পরিচয় সবাই বুঝে নিতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। মানুষই তখন বাধ্য হয়ে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে জন্মসিদ্ধ বলে অভিহিত করে থাকে। জন্মসিদ্ধ মহান সমস্ত ক্ষমতার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আর এখানকার সাধকেরা সেই ক্ষমতার কিছু কিছু সাধনা করে অর্জন করেন। **যাঁরা জন্ম থেকে সিদ্ধিলাভ করে আসেন, তাঁরা এখানে এসে সাধারণের সঙ্গে মিশে সাধারণভাবে তাঁদের কাজ করে যান। তাঁরা এখানে আসেন নিজেদের কাজ নিয়ে। তার সাথে সাথে জনসাধারণকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজটিও করেন।** টেনে নেওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতির ধারায় অনেক কিছু আইন কানুন আছে। তোমাদের কিছু জানানো হয়েছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, সবার পক্ষে সেই পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। **সারাজীবন**

সাধনা করে যে ফললাভ করা যায়, জন্মসিদ্ধ মহান ইচ্ছা করলে মুহূর্ত্তে তাহা দিতে পারেন। সংসারে যাবতীয় কাজ করতে থাকলেও, ভিতর থেকে টেনে নিতে পারেন। শুধু ইঞ্জিনের বগ্‌গীগুলিকে যেমন একটার সাথে আরেকটাকে আটক করে রেখে ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়, তেমনিভাবে সূর্যমুখী ফুলের মতো গুরুমুখী হয়ে থাকতে হবে। এটাই হল যোগাযোগ। জন্মসিদ্ধ মহানরা সেইভাবে একটা যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেন। বগ্‌গীগুলোকে যেমন শিকলের বন্ধনে ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করে রাখা হয়, জন্মসিদ্ধেরা সাধারণ মানুষকে প্রেমের শিকলের বন্ধনে রাখেন। তাঁরা একমাত্র স্নেহ প্রেম ভালবাসার মাধ্যমেই সবাইকে টেনে নেন। এই বন্ধন ছিঁড়ে গেলে দুঃখের সীমা থাকে না।

এক একটা জীবের জীবনে কত কোটি বছর হয়ে গেছে। এখানে এসে আবর্তনে বিবর্তনে জন্মমৃত্যু ঘূর্ণীপাকে ঘুরছে। এই চক্রের আবর্তনের কথা বলে শেষ করা যায় না, যাবে না। যতদিন পর্যন্ত মুক্তি বা আলোর সন্ধান না পাবে, ততদিন এই ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে হবে। জন্মসিদ্ধ মহান এই ঘূর্ণীপাক থেকে টেনে নেন। যাতে আর ঘূর্ণীপাকে না পরে, তার জন্য চেষ্টা করেন। এই কোটি কোটি বছর প্রত্যেককেই জন্মের ব্যথা ভুগতে হয়েছে, ভুগতে হচ্ছে। জন্মসিদ্ধ মহানরা যাতে মানুষের মনে প্রেম ও ভালবাসা বজায় থাকে, সেজন্য বহু মত ও পথ তৈরী করেন। মানুষ অন্তরের স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার পথ দিয়ে অতি দুঃসাধ্য পথ পার হয়ে যাতে সহজ পথের সন্ধান পায়, তার ব্যবস্থা করেন।

জন্মসিদ্ধ মহানের সান্নিধ্যলাভ যেমন অতি সহজ, অতি মধুর, সুন্দর এবং আশাতীত, ভাবনাতীত; তেমনি আবার চারিদিক থেকে দংশনের ভয় থাকে। তোমরা ভুলে যাবে না শিব মঙ্গলময়। কিন্তু তাঁর দেহের প্রায় সর্বাঙ্গে বিষধররা ফণা ধরে আছে। তারা সদাই ফণা বিস্তার করে আছে। এই বিষধররা এমনি কাউকে দংশন করে না। কিন্তু জন্মসিদ্ধ মহানের স্বচ্ছ প্রেম ভালবাসা আদেশ নির্দেশ এবং আশীর্বাদ পেয়ে যারা অবহেলায় এবং ভ্রান্তিবশতঃ স্বেচ্ছায় সেগুলো নষ্ট করে, তারাই দংশনের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণের ১৬০০ গোপিনী ছিল। তাদের চারিদিকে বিষধররা সবসময় ফণা বিস্তার করে থাকতো। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অমান্য করলেই দংশেনের ভয়। যখন তারা এটা জানতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করতে এতটুকু ত্রুটি করেননি। **১৬০০ গোপিনী সব সময় ব্যস্ত থাকতো কৃষ্ণ সেবায় আদেশ নির্দেশ পালনে। কৃষ্ণকে কেউ পেত; কেউ ১০ বছর পরে পেয়েছে; কেউ কোনদিনই পায়নি। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করলে সবাই একই কথা বলতো, আমরা কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে আছি।** যারা সবসময় পেত, তাদের মুখে সেই একই কথা। যারা ১০ বছরে পায়নি, আবার যারা কোনদিনই পায়নি, তাদের মুখেও একই কথা।

দেবর্ষি নারদ তাদের (গোপিনীদের) পরীক্ষা করার জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলতেন। কোন গোপিনীকে হয়তো বললেন, 'তোমাকে প্রভু বেশী ভালবাসেন না। ওকে (অন্য এক গোপিনীকে) বেশী ভালবাসেন. তোমাকে বুঝ দিয়ে রেখে দিয়েছেন'। দেবর্ষি নারদ নানাভাবে তাদের মন ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেছিলেন। বহুদিন তাদের পিছনে লেগেছিলেন। তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। অবশেষে তিনি হার মেনে তাদের প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলেন। তারা (গোপিনীরা) এই কথা বলেছে নারদমুনিকে, কে বেশী পেল, কে পেল না, এটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়। আমাদের চিন্তা সবসময় এইটা যে, আমাদের ভাবনা তিনি ভাবছেন। তাতেই আমরা কৃতার্থ। নারদমুনিকে তারা বলেছে, 'তুমি বলেছ, কৃষ্ণ আমাদের বুঝ দিয়ে রেখেছেন। সেটা তো খুব ভাল কথা। তুমি বুঝ দিয়ে রাখলে সেই বুঝের দাম দেব না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি বুঝ দিয়ে রাখেন, তাঁর সেই বুঝের দাম দেব। সুতরাং তোমার বুঝ দিয়ে রাখা আর তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) বুঝ দিয়ে রাখা তো এক নয়। তুমি বলছো, তিনি কৌশলে রাখেন, ছলে রাখেন, তিনি যদি ছল করে রাখেন, কৌশলে রাখেন, তার অনেক মূল্য। তুমি মানুষ, তিনি ভগবান। তোমার প্রেম ও তাঁর প্রেম আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রেমের চেহারা এক ধরণের হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি যে আসনে বসবে, আমরা তাতে বসতে পারি। কিন্তু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) যাতে বসবেন, আমরা সেটা মাথায় করে নেবো। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই আসনে বসে পরেন, আমরা সেই আসনই মাথায় করে নেব, বুঝলে দেবর্ষি?' দেবর্ষি একেবারে চুপ।

একজন গোপিনী গিয়ে দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার সাথে প্রভুর দর্শন হয়েছে? তিনি এখানে এসেছিলেন। আমায় তিনি ডাকেননি।'

দেবর্ষি বললেন, 'তাহলে এবার বুঝতে পেরেছ? তাঁর কাছ থেকে কতদূরে আছো?'

গোপিনী বলছে, আমার কথাটা শেষ করতে দাও দেবর্ষি। আগেই মন্তব্য করো না।

দেবর্ষি বললেন, 'বল, কি তোমার কথা।'

গোপিনী — উনি (শ্রীকৃষ্ণ) যে আমায় ডাকেননি, এতে যে কত আনন্দ পেয়েছি, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না।

দেবর্ষি — এ কি বলছো। এযে পাগলামি।

গোপিনী — দেবর্ষি ভাই, আমি এরকম পাগল যেন হতে পারি।

দেবর্ষি — এটা আবার কোন্ রকমের পাগল।

গোপিনী — দেবর্ষি ভাই, শোন। আমি কেন আনন্দ পাচ্ছি জান? তিনি আমায় ডাকেননি। কারণ আমার উপর সম্পূর্ণ আস্থা তাঁর আছে। আমি কাঁদবো না। ঘুষঘাষ আলাপ করবো না। কূটকাট মন্তব্য করবো না। রাগ অভিমান করবো না। আমার প্রভু আমার সম্বন্ধে ইহা ভাল করে জেনেই আমাকে ডাকার প্রয়োজন মনে করেননি। প্রভু আমার মন রক্ষা করেননি। প্রভু আমায় একবার ডেকে বলেছিলেন, **আমায় যেন কোনদিন মন রক্ষা করতে না হয়। আমি যেন আমার ভাবে খুশীমতো চলতে পারি। কারও মন রক্ষা করে আমাকে যেন চলতে না হয়।** এভাবে চললেই আমি হবো খুশী। জানো দেবর্ষি, আমার উপর তাঁর কতটা আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা এবং প্রেম আছে যে, আমাকে তিনি ডাকার প্রয়োজন মনে করেননি।

দেবর্ষি শুনে অবাক।

গোপিনী বলতে শুধু মেয়ে মানুষকেই বুঝায় না। ধারা ধারা বারবার

বললে হয় রাধা। সব ধারাকেই রাধা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কেউই হোক, ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক, সবার উপরই এটা প্রযোজ্য। **জন্মসিদ্ধ মহানের স্নেহ প্রেম, ভালবাসা থেকে কেউই বঞ্চিত নয়।তাঁর নির্দেশ যারা কাঁটায় কাঁটায় পালন করতে পারবে, তারাই তাঁর সখা হবে, সখী হবে। জন্মমৃত্যুর চক্রে, জীবন-মরণের ঘূর্ণীপাকে তারা আর পরবে না। তাই তিনি কখন কাকে কি বলেন, না বলেন; কাকে দিয়ে কি করান বা না করান, এসব লক্ষ্য করতে নেই। শুধু এইটুকু খেয়াল করে চলবে, 'আমার উপর কখন তাঁর নির্দেশ জারী হবে।'**

আর একটি বিষয় বিশেষ করে নজর রাখবে, তিনি যখন যাকে যা বলবেন, সেটা ধরে রাখবে। অনেকে মনে করতে পারে, আমাকে যা বলেছেন। তাকেও তাই বলেছেন। একই তো কথা। দুজনের কাছে কথা একহতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মাত্রার ভেদ থাকে। যেমন 'ভালবাসা' একটা কথা, আর 'ভালবাসি' আর একটা কথা।

গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'বিড়ালটাকে ভালবাস?' গিন্নী বলছে, 'খুব ভালবাসি।'

গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে 'ঝিকে ভালবাস?' গিন্নী বলছে, 'ঝিটাতো বিশ্বস্ত। তাই খুব ভালবাসি।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'শ্বশুকে ভালবাস'? গিন্নী বলছে, 'শ্বশুর আমার বাবা। তাকে ভালবাসি।'

তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'সন্তানদের ভালবাস?'

গিন্নী বলছে, 'সন্তানদের যে কি ভালবাসি। আমার নিজের চাইতেও বেশী ভালবাসি।' **প্রত্যেককে ভালবাসার মাঝে পার্থক্য আছে; মাত্রার ভেদ থাকে। মাত্রার ভেদে ভেদে সব ভালবাসা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক ধরণের হলেও থার্মোমিটারের ডিগ্রীর মত ওঠানামা করে। ভালবাসা, কথাবার্তা একরকম থাকে। কিন্তু ভাবটা যার যার তার তার। কারোর ভাবের সঙ্গে কারোর ভাব মেলে না। যেমন চেহারায় মেলে না, সুরে মেলে না, তেমন মাত্রায়ও মেলে না।** ভাষাগুলি এক হতে পারে। কিন্তু ভাব এক নয়।

এখানে অসুবিধাগুলি হচ্ছে কোথায়? ভাষা ও ভাব নিয়ে যত অসুবিধা। ভাষা ও ভাবের সাথে এক করে নেওয়াতে যত বাদাবাদি। এতেই যত মান অভিমান, যত অশান্তি সৃষ্টি করে। সব অশান্তি এক মুহূর্ত্তে সমাধান হয়ে যায় যদি ভাষা ও ভাব আলাদা করে দেখে। যেমন এক রামের পিতার নাম দশরথ। আর এক রামের পিতার নামও দশরথ। তাদের কি একরকম চেহারা? ভাষাটা এবং নামটা এক কিন্তু চেহারাটা আলাদা। শ্যামের বাবার নাম গোপাল ঘোষ। আবার সরস্বতীর বাবার নামও গোপাল ঘোষ। লাগলো ঝগড়া। কিন্তু যখন দুই গোপাল ঘোষকে এনে দাঁড় করানো হল, তখন দেখা গেল আলাদা আলাদা। তেমনি ভাষা এক হতে পারে, নাম এক হতে পারে। কিন্তু ভাব আলাদা, চেহারাও আলাদা। মারামারি হয় এখানে। কারণ এক করে ফেলে।

মূল কথা হলো, **নির্দেশ মাফিক চলতে হবে। মনে দ্বন্দ্ব জাগলে জিজ্ঞাসা করে নেবে। মনের মধ্যে দুঃখ ব্যথা পোষণ করে রাখবে না। মনে দুঃখ-ব্যথা আসা উচিত নয়। কার কি প্রয়োজন, কাকে দিয়ে তিনি (জন্মসিদ্ধ মহান) কি করান, সেই ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন।** কাকে চিরতা দিলেন, আর কাকে লজেন্স দিলেন, এ নিয়ে মারামারি করা উচিত নয়। এ নিয়ে দুঃখ করা অনুচিত। ব্যাধি অনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং ব্যাধি সারানো দরকার। ব্যাধি নিরাময়ের জন্য কেউ হয়তো ইনজেক্সনের খোঁচা খাচ্ছে। সে যদি মনে মনে এ নিয়ে ব্যথা পোষণ করে আর ভাবে, আমাকে ইনজেক্সন দিচ্ছে আর তাকে লজেন্স দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে মস্ত ভুল করা হবে। রোগমুক্তির জন্য যার যা ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাকে তাহাই করা হয়।

আর একটি কথা হলো, শ্রীকৃষ্ণ শিব এঁদের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল কয়েক হাজার। তাঁরা ইচ্ছা মতন যাকে দিয়ে যেমন খুশী ওঠবোস করানোর মত কাজ করাতেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই একটি কথা বলে দিলেন, 'তোমরা যদি আমার হয়ে থাকো, আমার প্রাণে মিশে থাকো, আমিও তোমাদের প্রাণের সঙ্গে মিশে থাকবো; প্রাণের সাথী হয়ে থাকবো।' শিব বললেন, 'একটি বিশেষ কথা মনে রেখো, আমি যখন মূর্ত্তি গড়াবো, সেখানে যেন বাধা না

পাই। আমাকে যেন কোন কৈফিয়ৎ না দিতে হয়। শিশুদের যেমন নিজের মনের মতো খাওয়ায়, গড়ায়। সেখানে কোন কৈফিয়তের বালাই নেই; তেমনি তোমাদের গড়াবার সুয়োগ আমাকে দাও।'

আমিও তেমনি **আমার মনের মতো তোমাদের গড়াবো। মনের মধ্যে মিশিয়ে রাখবো। প্রতি মুহূর্ত্তে যদি চিন্তা করতে হয়, ভাবতে হয় কি মনে করলো, কি ভাবলো, সেই কাজ ভাল হয় না। কখনও আদর করবো, কখনও শাসন করবো। সেখানে কি মনে করবে, এই চিন্তা যেন না থাকে। এই চিন্তা করে যেন কাজ করতে না হয়। যদি তোমরা এই অঙ্গীকার করো, তবে তোমাদের গড়ানোর জন্য হাতে নেব, নতুবা নেব না।** আমি কুমোর মূর্ত্তি গড়াই। আমি ক্ষেতী, ক্ষেত চাষ করি। আমি মালী, বাগানে ফুল ফোটাই।

এখন তোমরা বলো, তোমাদের কি ইচ্ছে? তোমরা কি চাও? যদি গড়তে চাও, 'হ্যাঁ বলো'। যদি না চাও, 'না বলো।' ঠিক সূর্যমুখী ফুল হয়ে থাকতে হবে। সূর্যমুখী ফুল ফুটবার সময় পূর্বদিকে ওঠে ও অস্তের সময় পশ্চিমদিকে যায়। কারও দিকে তাকায় না, একদিক ছাড়া। সূর্য যেমন মাথার উপরে, তেমনি যদি সূর্যমুখী ফুলের মতো হতে চাও, তবে সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে পাবে। যে যা বলে বলুক, কারো কথায় কান দিতে হবে না। কান তাঁর দিকে রাখবে। কখনও অযথা আলোচনা সমালোচনায় যাবে না। যে নির্দেশ আগে দেওয়া হয়েছে, সেরকমভাবে চলবে। পাহাড়ে অনেক দুর্গম রাস্তা আছে। সেই সরু পথে মাত্র এক পা ফেলার জায়গা। সেইরকম রাস্তা দিয়ে তোমাদের চলার পথ। **তোমাদের গন্তব্যস্থলে যেতে হবে। এদিক ওদিক তাকালে চলবে না। আজ তোমরা পাহাড় কেটে, পাহাড় বেয়ে বেয়ে শিব দুর্গার কৈলাসে যাচ্ছ।** সুতরাং তোমরা কৈলাসের যাত্রী। সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সেভাবে প্রস্তুত হয়ে যাত্রী হিসাবে তোমরা সেই মহানের পথে যাচ্ছ। তাই হে পথিক, যাত্রিক সাবধান।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বেদ প্রচার করতে করতে যেন তোমাদের মৃত্যু হয়

সুখচর ধাম
১৪ই মে, ১৯৭৬

সবকিছু হজম করে, সবার পায়ের তলায় থেকে তোমরা কাজ করে যাবে। শিবকে তো দেখেছো দৃষ্টান্তস্বরূপ। দেবাদিদেব মহাদেব স্বামী হয়ে ও স্ত্রীর (কালি মায়ের) পদতলে পড়ে আছেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে, বাইরের দিক থেকে দেখতে এটা কেমন লাগে, বল দেখি? বৃহৎ উদ্দেশ্যে বৃহৎ কর্মে নামতে গেলে বুক পেতে দিতে হবে। এমনভাবে বুক পেতে দেবে, সেই বুকে যেন সবাই উঠে দাঁড়াতে পারে। সেই ভাবেই তোমরা চলবে। সুতরাং এই দেশবাসীর জন্য, আমাদের দেশের ভাইবোনদের জন্য সেইভাবে বুক পেতে দাও। তোমাদের উপরে, তোমাদের বুকে তাদের উঠাও। সেখানে আর কোন কথা নেই। ঘরে ঘরে বেদ প্রচার কর। ঘরে ঘরে মহাকাশের মহানাম 'রাম নারায়ণ রাম' প্রচার কর। আমরা যে বেদের পূজারী, এই পৃথিবী বেদের পৃথিবী, এই জগৎ বেদের জগৎ, এই দেশ বেদের দেশ—এই চিন্তাধারা সবার ভিতরে জাগিয়ে দাও, জাগিয়ে তোল।

বেদই হচ্ছে আদি; বেদই হচ্ছে আকাশ; বেদই হচ্ছে সুর। সুতরাং তোমাদের সেইভাবে সেই মতে চলতে হবে। **মনের মাঝে ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা কিছু আসবে, সবগুলো উজাড় করে দাও। বিবাদ-বিচ্ছেদ, হিংসা দ্বেষ, সবকিছু বোঝাই করে নর্দমায় ফেলে দাও আবর্জনাস্বরূপ। তোমরা সবাইকে কোল দাও।** তোমাদের স্বচ্ছ প্রেম ভালবাসায় সবাইকে টেনে নিয়ে আস। আসুক আঘাত, আসুক অন্তরায়, আসুক যত বাধা বিঘ্ন। ঝড়-ঝাপ্টার ভিতর দিয়েই তোমাদের তরী ভাসাতে হবে, বহুবার বলেছি। তাই তোমাদের রেহাই নাই। পিছু হটলে আমি মারবো। কর্মী, সামনে তোমাদের চলতেই হবে। পিছু আমি হঠতে দেব না তোমাদের। মরতে যখন হবেই; তোমাদের আমি আগে মারবো। আমার বাচ্চাদেরই আমি আগে মারবো। আমার বাচ্চারা যদি সেইভাবে না

গড়ে ওঠে; সেই যোগ্যতার পরিচয় না দেয়; সেইভাবে বেদ প্রচার না করে, তবে সেই সন্তানদের আমি মুখদর্শন করবো না। তাদের আমি সন্তান বলবো না; কুসন্তান বলবো।

আমার সন্তান কুসন্তান হতে পারে না। আমার রক্ত তোমাদের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এই রক্তের মর্যাদা রক্ষা কর। এই রক্তের পরিচয় ঘরে ঘরে তোমরা দিয়ে যাও। বেদ প্রচার করতে করতে যেন তোমাদের মৃত্যু হয়। আমি আছি তোমাদের পাশে। আমি আছি তোমাদের সাথে। আমি তোমাদের ফেলে চলে যাব না। আমি তোমাদের কাউকে ফেলে চলে যাব না। আমি তোমাদের বুক পেতে দিয়েছি। আমি তোমাদের কোল পেতে দিয়েছি। আমি তোমাদের বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে কাজ করে যাও। তোমরা বিরাটের সন্তান। বিরাটের দিকে তাকিয়ে সেই ভাবে কাজ কর। তাকিয়ে দেখ মহাকাশের দিকে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র তাদের দিকে তাকাও। তারা কেমন অক্লান্তভাবে দেশের দশের সেবা করে চলেছে। তারাই তোমাদের দৃষ্টান্ত। তারাই তোমাদের পূর্বপুরুষ। তাদের দিকে তাকাও। গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ কর। তোমরা সেইভাবে কাজ করে যাও। কোন অজুহাত আমি শুনবো না। কোন নালিশ শুনবো না। কোন দলাদলির কথা শুনবো না। যা ত্রুটি তোমাদের হবে, সেই ত্রুটির জন্য তোমরাই দায়ী। যেভাবে পারো, কার্য সম্পন্ন করো। নফর সাজো, হরিজন সাজো। মাটির মানুষ হয়ে যাও। সুতরাং নফর হয়ে গেলে, হরিজন হয়ে গেলে, মাটির মানুষ হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে আর কিছু বলার থাকে না। সব হজম করে মাটির মানুষ হতে হয়। তোমরা মাটির মানুষ, আমার সন্তান। আমার বাচ্চা তোমরা। কোন চিন্তা নেই।

তোমরা নির্ভয়ে নির্ভাবনায় চলো। তোমাদের বিরুদ্ধে কে কি বললো, না বললো, সেদিকে মন দেবে না। শুধু মনে রেখো, **যারা যা কিছু বলছে, সব মরা মানুষের কথা। যারা মরবে, তাদের কথার কি দাম আছে তোমাদের কাছে? সুতরাং ঐ বাধাবিঘ্নের কোন মূল্য নেই। এই জগতে যে যা কিছু বলছে, সবতো মরা মানুষ কথা বলছে। মৃত্যু যাদের নিশ্চিত, তারা তো মৃতই। মৃত মানুষের কথার উপরে ভয় করে চলবে কেন?** যতক্ষণ দেহধারণ করে আছে, এই মরা মানুষগুলি ভিতরে মরবার আগে জাগিয়ে দাও, জাগিয়ে দাও তোমাদের সেই আদি বেদের সুর। এই মরা মানুষগুলির কথার উপরে নির্ভর করে

তোমাদের কে ভিতরে আসবে ভয় ভীতি? আসবে হতাশা নিরাশা? এ হতে পারে না। মরার থেকে বাঁচাও তাদেরে। ঐ মরা মরা নয়। এ মরার মধ্যেও বেঁচে থাকা যায়, যদি বাঁচার মত বেঁচে থাকার সুর খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সুরই হচ্ছে বেদের সুর। দেশবাসীকে বল, তাদের জানাও - তোমরা তো মরতেই চলেছ; মরবার আগে তোমাদের ভিতরে যেন জেগে ওঠে সেই অন্তর্নিহিত সুর, সেই সুপ্ত নিনাদের সুর। সেখানে মৃত্যুর গন্ধ নাই। জন্ম মৃত্যুর ঊর্দ্ধে সেই ধ্বনি, সেই সুর।

মনে রেখো, **মৃত্যুর কবলে তোমাদের পড়তে হবে। কিন্তু মৃত্যুর কবলে পড়েও তোমরা অমর। কারণ বেদের সুর তোমাদের রক্তে রয়েছে। সেই রক্তের সাথে আমার রক্ত মিশে আছে। তোমাদের সাথে আমার সুর এক সুরে বাঁধা আছে। সুতরাং তোমাদের চিন্তা করার কোন কারণ নেই।** বেদের যুগে বেদের সন্ন্যাসীরা সমাজে বেদপ্রচার করতেন। তাঁরা দেশবাসীকে ত্যাগের বাণী শোনাতেন। তোমরাও ত্যাগের মাধ্যমে সমাজকে রক্ষা কর। তোমরা ত্যাগী হয়েই যখন জন্ম নিয়েছ, জন্ম হ'তেই ত্যাগের সাধনা করে চলেছ। সেই ত্যাগের মাধ্যমেই তোমাদের দেহবীণাযন্ত্রে মহাকাশের সুর ধ্বনি বাজাও। সবাইকে বল, প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ দেহবীণাযন্ত্রে অনন্ত মহাকাশের বেদের ধ্বনি বাজায়। সেই বেদের ধ্বনিতেই আমরা ধনী। এখানকার টাকা কড়িতে ধনী নয়। সেই বিরাট সুরের ধ্বনিতেই আমরা ধনী। তাই তোমরা সবাইকে জানিয়ে দাও। ঘরে ঘরে সবাইকে বোঝাও, হে পথিক, ''হে মহাশূন্যের যাত্রিক, আর তো সময় নাই। সময় তো চলে যাচ্ছে।'' তাই সবাইকে বল, একত্রিত হয়ে বেদের গান আর বেদের সুরে 'রাম নারায়ণ রাম'— মহাশূন্যের এই মহাসুরে সবাই যেন তন্ময় হয়ে থাকে।

এখানকার এই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা কোনদিনই মিটবে না। এই ক্ষুধা কোনদিনই নিভানো যাবে না। দেহের এই জ্বালা যন্ত্রণা কোনদিনই যাবে না। এই রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা কোন তালি তুলি দিয়ে একেবারে দূর করা চলবে না। এ থাকবেই। এসব থাকবেই। এগুলি চিরকাল থেকে আসছে। তোমাদের পূর্বপুরুষরা চিরকালের এই রোগ, শোক, ব্যথা বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণার জালে পড়ে হিমসিম খেয়ে তারপর শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেছেন। এখন আবার তোমাদের পালা। এবার সেই নাটকের খেলা। এই খেলায় খেলিয়ে খেলিয়ে

তোমাদরে যেন শেষ করে দিতে না পারে। শেষ হয়ে যেও না শুধু সেই হতাশা নিরাশার জালের ফাঁদে পড়ে। এবার তোমরা বেদের সুরে বেদের দণ্ড নিয়ে সেই সমস্ত হতাশা নিরাশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এগিয়ে চল সম্মুখে। **মৃত্যু, রোগ শোক, ভয়, জ্বালা-যন্ত্রণা — এর সব প্রকৃতির প্রহরী। এরাও তোমাদের সাথে সাথে যাবে। মৃত্যু এসে বলবে, 'কবে তোমাকে নেব? পথিক, চল আমার সাথে।' কিন্তু তোমরা ন্যায়ের দণ্ডের মাধ্যমে এই মৃত্যু, জ্বালা-যন্ত্রণা, হতাশা, নিরাশা, রোগ, শোক সবাইকে শায়েস্তা করে ফেলতে পারবে।** আবার তাদের হাতেই তুমি নিজেকে ধরা দেবে। কারণ প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলবে না। কিন্তু ওদের অর্থাৎ মৃত্যু, রোগ, শোক, জ্বালা-যন্ত্রণাগুলিকে তোমরা সরিয়ে দিতে পারবে। ওদের শায়েস্তা করতে পারবে। ওদেরে শিক্ষা দিতে পারবে। আবার ওদের হাতেই ধরা দিয়ে বলবে, 'এবার আমায় নিয়ে নাও তোমাদের সাথে।'

তাই পথিক, তোমরা যাত্রিক, পাথেয় নিয়ে চলো। সেই পাথেয় সম্বন্ধে সবাইকে জানাও। এই পাথেয় পেলে সংসার জীবনে, সমাজ জীবনে সুন্দরভাবে থাকতে পারবে। জীবনের পথে আনন্দ নিয়ে থাকতে পারবে। আবার পরেও চলার পথের পথিক হিসাবে একই মহা সুরের সুর নিয়ে, ধ্বনি নিয়ে মহানন্দে চলতেও পারবে। তাই আমি তোমাদের ঝগড়া মিটাতে যাব না। বিবাদ মিটাতে যাবো না। আমার কাছে ঐসব বলবে আর তোমাদের আমি ঠাটিয়ে মারবো। আমি এবার এই পথই নিয়েছি। তোমাদের আমি পিছপাও দিতে দেব না। কোনরকম হতাশ নিরাশের কথা তোমাদের মুখে আমি শুনতে চাই না। তোমরা সম্মুখের পথের পথিক। প্রকৃতির নিয়মে শিশু বয়স থেকে এখন অবধি তোমরা চলছো জীবনের চলার পথে। শ্মশানের যত্রিক তোমরা, ভুলে যেও না।

তাই এবার মনে রেখো, সেই কথাটি। আমার কাছে আর অন্য কোন রকম কোন ঝঞ্ঝাটের কথা এনে পৌঁছাবে না। **আমার কাছে শুধু বলবে, ''বাবা, আমরা বেদের কর্মী। আমরা বেদের কর্মের পথের পথিক। কর্মই যখন আমাদের ধর্ম, আমরা সেই ভাবেই কাজ করে চলেছি।'' শুধু এই কথাই তোমাদের কাছে শুনতে চাই।** আসুক যা কিছু বাধা বিপত্তি। চুরমার হোক, ধ্বংস হোক। কিন্তু ভুলে যেও না, আমূল পরিবর্ত্তন এইভাবেই আসবে। আবর্ত্তনের বিবর্ত্তনের খেলা এই ধ্বংসের মাধ্যমেই আসে; পরিবর্তনের মাধ্যমেই আসে। তাই চলার

পথের পথিক চল, চল। যা কিছু আসুক, আসতে দাও। যা কিছু যাবার যেতে দাও। ঝড় আসুক, ধ্বংস হোক। ঘূর্ণীপাকের ঘূর্ণিতে আমরা চলছি। মৃত্যু যখন আছে; মরতে যখন হবেই। আর কাকে ভয় করবো বল? মৃত্যু যখন আছে, মৃত্যুর উপরে তো কারও কোন কিছু নাই। সুতরাং ভয়েরও কিছু নাই। তোমরা চল। সবাই জপ কর। আপন সুরে আপন ধ্বনিতে তন্ময় হয়ে থাক। সবাইকে টেনে নিয়ে তোমাদের সাথের সাথী কর; যাত্রিক কর; পথিক কর। কাজ কর। মহানাম কর; মহানাম কর। সারা দেশে ছেয়ে ফেলে দাও। শয়তান দমন কর।

আর দেখে যাও। সবাইকে দেখ। **সব ধর্মনীতির, রাজনীতির খেলা দেখ। তারপর হবে তোমাদের খেলা। সেই খেলায় চলবে প্রলয়ের নৃত্য। সেই খেলায় চলবে সংগ্রাম। সেই খেলায় চলবে ভিতরের ও বাইরের যুদ্ধ যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের জন্য।**

আমরা রাজনীতির খেলা খেলবো না। গদীর দিকে তাকাবো না। আমরা শয়তান ধরবো আর শয়তানকে পরিবর্ত্তন করবো। আমরা সেই ভাবেই চলবো। তোমরা সেই পথে সেই ভাবেই চিন্তা করে কাজ করবে। তাই সবাইকে জানিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে যেভাবে আমরা চলছি। কোন আপত্তি করা চলবে না। সবাইকে বলবে, 'বাবা, সমস্ত সন্তানদের একত্রিত হয়ে কাজ করতে বলেছেন।' এই কথাটাই মনে রেখো। তোমরা পারবে বল? যেভাবে বললাম, সেইভাবে তোমরা চলবে, বল? এতক্ষণ যা বলা হ'ল, এই কথার উপরে আর কোন কথা আছে, বল? তোমরা সেইভাবে কাজ করবে বল?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবা।

আমার কাছে আর কোন নালিশ করবে না। সবকিছু হজম করে সবাইকে কাছে টেনে নিয়ে হাত ধরে ধরে মাটি হয়ে কাজ করতে পারবে?

— পারবো, বাবা।

আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দেশের এই দুরবস্থায় কেউ এগিয়ে আসছে না। কেউ কোন সুরাহা করতে পারছে না। শুধু রাজনীতির বৈড়ার চাল চলছে। **শুধু দল-নীতি নিয়ে, গদী নিয়ে, আর পদ নিয়ে মারামারি চলছে। এই হ'ল আজকের খেলা। এই খেলা চলতে দাও। দেখো, এই খেলার মাঝে এরা পরস্পরকে খেলিয়ে যাবে। সব গুলিয়ে যাবে। এইভাবেই চলছে এখন।**

তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখবে, এরা নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরবে। নিজেরাই মরবে। গুড়ের হাঁড়ির লোভে এরা সব মরবে এই গুড়ের হাঁড়ির লোভে চিটা (আঠালো) গুড়ের মধ্যে পড়ে এরা সব মরবে। তাই, এদের এখন খেলতে দাও। বাচ্চা বয়সে পড়েছি,

"পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়,
ধাইলি অবোধ হায়;
না দেখিলি, না শুনিলি .....।

আজকের বেশীরভাগ ক্ষমতালোভী গদী লোভী রাজনৈতিক নেতারা পতঙ্গের মতো সেই রঙ্গেই ধাইছে। তারা আগুন দেখছে। সেই আগুনে গিয়ে পড়ছে আর মরছে। আজকের দুনিয়ায় এই খেলাই চলছে চারিদিকে। রেভ্যুলিউশন আর বিপ্লবে এদের আর এগিয়ে যেতে হবে না। নিজেদের জ্বালায় এরা নিজেরা জ্বলে পুড়ে মরবে। এটাই হলো আজকের দিনে সবচেয়ে বড় খেলা।

আমি কারও বিরুদ্ধে কিছু করতে যাব না। তোমরা দর্শকের মতো বসে বসে সব দেখে যেতে পারবে। তোমরা নির্ভয়ে থেকো। তোমাদের খেলা আসবে এরপর। সেই দণ্ড নিয়ে, ন্যায়ের দণ্ড নিয়ে তোমরা প্রস্তুত থেকো। শয়তানকে আর বাঁচতে দেওয়া হবে না, মনে রেখো। **কার খেলা কে খেলছে। কার লোভ, কার মন্ত্রীত্ব, কার গদী, কার ক্ষমতা নিয়ে এরা মারামারি করছে বলতো? যা চলছে চারিদিকে দেখতেই তো পাচ্ছ। দেশসেবক এরা সব? দেশসেবকদের চেহারা তো চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছ। এই সেবার আর প্রয়োজন হবে না। বিশ্ব প্রকৃতি এদের সেবা নিতে চায় না। এরা নিজেদের সেবা নিজেরা করছে।** কে কতটা শঠতায়, অপরাধে ডুবে আছে, ত্রুটিতে ডুবে আছে; কে কতটা ভুল করছে বুঝে শুনে; এবার তাদের স্বরূপ বের হচ্ছে। তারপর হবে (তাদের) চরম বিচার। এই মৃত্যু তাদের নিজেদেরই গড়া। কারোর আর ওদের মাথায় বারি (আঘাত) দেবার প্রয়োজন হবে না। তাই তোমরা এবার পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাও। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমরা আমার প্রাণ
তোমাদের আমি অন্তরে রেখেছি

শুভ ৬৫তম জন্মতিথি
টালাপার্ক, কোলকাতা
২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৪

সকাল থেকে দীক্ষা দেওয়া শুরু করেছি। কারও সাথে বেশী কথা বলছি না। কথা বলার সুযোগও পেয়ে উঠিনি। অল্প অল্প বলেছি। এরপরে যাত্রা হবে। 'এ্যাক্শন', যাত্রার নাম বুঝলা? এক অন্য দেশের ঘটনা, আমি বলেছি। সেই ঘটনার উপরে নির্ভর করে এই যাত্রা। সেই দেশের নাম হল 'নব স্বদেশ'। তোমরা সব যাত্রা যারা শুনবে, মন দিয়ে শুনবে। এটা যাত্রার নাটক নয়; এটা একেবারে বিপ্লবের সূচনা।

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। জীবনভর লক্ষ লক্ষ লোকের রোগ সারাতে সারাতে, রোগের সেবা করতে করতে নিজেই রোগী হয়ে পড়েছি। খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছি।

এখন আমাদের দেশে যে ধর্ম চলছে, এই দেশে গুরু, মহান কেউ বললে লজ্জা লাগে। এই দেশের কোন লোক ভগবান সাজুক। অবতার সাজুক, মহাপুরুষ সাজুক, কোনটাই সে হবে না। এই দেশের যা চেহোরা, যা নিয়মকানুন, আসলে একেবারে বিপরীত। শুধু উপরে উপরে সব দেবদেবতার কথা। আদতে এরা যে কি নিয়ে বাস করছে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

তোমাদের আমি কি দেব বলতো? তোমরা তো আমার কাছে অনেক আশা করো। তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাব, না অন্য কোথাও নিয়ে যাব, আশা তো করে বসে আছ। আশা যখন করেছ, আশামতন পূরণ করতে তো হবে। ভেল্কি দিয়ে তোমাদের ঘুরালে তো চলবে না। নিজের সন্তানদের ঘুরানো, এরচেয়ে বড় বোকামি কি আছে। **এত এত জনকে (লোককে) যে দীক্ষা দিচ্ছি, এদের নিয়ে যাবার জন্য পথ না করলে তো চলবে না। আর পথও বের করতে হবে, যেই পথে সবাইকে নেওয়া যায়।** এখানে কল্পনার কথা, গল্পের কথা বললে চলবে না।

কাউকে যদি জিজ্ঞাসা কর, পরিষ্কার কথা, আপনি ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানেন? না, জানেন না? জবাবই নাই। ভগবান দেখেছেন? এর উত্তরই দিতে পারবে না। আর আমরা এরকম জিনিস্ নিয়া কেন বসে থাকবো? যে জিনিসের সত্তা খুঁজে পাবে না, প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, ঐরকম জিনিস নিয়ে, বস্তু নিয়ে আমরা চর্চা করতে রাজী নই। আমরা সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক কথা বলবো, যেই বেদে সত্যিকারের সবকিছু আছে। কিন্তু এরা যে বেদের কথা বলে এখানে, ঐ বেদের অর্থ এরা বিকৃত করেছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। তাই তোমাদের জপ দিয়েছি কানে। দিবারাত্র এত পরিশ্রম করছি। খাওয়া বসার সময় পর্যন্ত নিইনা। ধর্মের নামে কারও কাছ থেকে আজ পর্যন্ত ১টি পয়সা গ্রহণ করি না। তোমরা মন থেকে যা দাও লাউটা, কুমড়াটা, না নিলে দুঃখ পাবে, তাই নিই। কোন জুলুম নাই, কোন দক্ষিণা নাই, কিচ্ছু নাই। এই যে এইভাবে ধনী গরীব নির্বিশেষে সবাইকেই দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি, ওদের নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা না করা অবধি এক জায়গায়ই পড়ে মরতে হবে সবাইকে। তাই **জপটা হচ্ছে জীবনের চলার একটা ইঙ্গিত। এই জীবনের চলার ইঙ্গিত বহন করছে মূলমন্ত্র, মূলসুর। মূলমন্ত্রটা যদি ঠিক থাকে, সব কিছু ঠিক করে নেওয়া যায়।** আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি। আমাকে ভীষণভাবে টানছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক সবাই আমাকে টানছে। অনেকে পুজো টুজো করছে তো। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। কথা সেটা বলবো, সেটা না বলে অন্য কথা বলছি।

মোটমাট কথা হল, শিশুবয়স থেকে যখন এই পথের পথিক, তোমরা কি করবা, কবে সিদ্ধিলাভ করবা, কবে দেবদর্শন করবা, সেই অপেক্ষাতে যদি আমার থাকতে হয়, তাহলে হইয়া গেছে। তোমরা যা পদার্থ কাছ দিয়া নাই, দেবদর্শনের কাছ দিয়া নাই। তোমাগো যদি দেবদর্শনই না হইল, তবে জপ দিয়া, মূলমন্ত্র কানে দিয়া লাভটা কি হইল? লাভতো আমার খুঁজতে হবে। দিয়া তো দিলাম। আর ছাড়া গরুর মতন, ইচ্ছা মতন এদিক ওদিক সেদিক করতাছ। সব দিকটাই তো কর। কোন দিকটা আর বাকী। রাস্তায় ঘাটে বাড়ীতে যে যেদিকে পারছো, চিন্তা করে যাচ্ছ। তাতে তোমাদের কাজের পক্ষে অসুবিধা তো হবেই। আমি দেখলাম, ঐ সমস্ত কইরা তো কোন লাভ নাই। **বাচ্চাবয়স থেকেই বিশ্বের সুর, আধ্যাত্মিকতার সুর যা খুঁজেছি, যা পেয়েছি, যা এনেছি, ঐটুকুনু আমার পাকা বুঝ। তাই তোমাদের নেওয়ার জন্য দেখলাম যে, এই সব গুলিরে একটা**

মালগাড়ীর মধ্যে ভইরা (ভরে) তালাচাবি দিয়া ইঞ্জিনের পিছনে লাগাইয়া (লাগিয়ে) দিতে হবে, অখন যা। তোমাদের সব মালগাড়ীর মইধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হবে। তা না হইলে তোমরা এপার থিকা ওপারে যাইতে পারবা না।

আমার যে বীজ, যে মহামন্ত্র তোমাদের কানে দিলাম, এই বীজের একটা উপকার তোমরা পাবে। শিশুবয়স থেকে এই মহামন্ত্র জপ কইরা আমি যেই ফল পেয়েছি, আমি যে সুর খুঁজে পেয়েছি, এটাতো তোমাদেরও পাওয়ার কথা। যাতে তোমরা পাও, তার ব্যবস্থা তো আমাকে করতেই হবে, যেভাবেই হোক। এত বারবার কইরা বইলা আসছি, তোমরা নাম, গান কীর্তন ঠিকমত করে যাও। মাঝে মাঝে যারা বাধার সৃষ্টি করে, তাদের নামগুলো শুধু জেনে রাখবে। কোন অশান্তি করতে যাবে না। আমরা কিন্তু এমনি কারও সাথে ঝগড়া করতে যাই না, বিবাদ করতেও যাই না, অযথা তর্কাতর্কিতেও যাই না। কিন্তু এই যে, দিনের পর দিন খোঁচাখুঁচি করছে, তার একটা বিহিত আমরা করবো, একটা ব্যবস্থা আমরা করবো। তা নাহলে থাকা যাচ্ছে না। তোমরা কি করবা? তোমাদের তো কিছু নাই। ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, কিচ্ছু নাই। মাথা তুলে যে দাঁড়াবে, দুইটা কথা যে বলবে, সেটাও তো পারবে না। এখন তোমাদের সব বিদ্যাই আমার শিখাতে হবে। একটা বীজ পুঁতলে তার শাখায় প্রশাখায় কত রঙ বেরঙের ফুলে ফলে সব ভরে যায়। তাই মহামন্ত্রের বীজ পুঁতে দিয়েছি। এটা এমনি এমনি তোমাদের আমি রাখতে দেব না। এটার অনেক কাজ আছে, সময় মতন এই সমস্ত দুশমন, দুষ্কৃতকারী দুর্নীতির বাসা বেঁধে যারা বসে আছে, তাদের বিরুদ্ধে তো প্রতিবাদ করতে হবে। তাদের তো শায়েস্তা করতে হবে, এটাই ধর্মের কথা। এটা তো বিবাদের কথা নয়। এটা যদি ধর্মের কথা হয়, সেই ধর্ম করবে না কেন?

সাধু বইসা জপ করলো, ভগবান দেখলো। ঐরকম ভগবান তোমাগো আমি দেখাইতে চাই না। আমি যে ভগবান দেখাবো, আষ্টে পৃষ্ঠে দরকার বোধে উঠতে বসতে আমি যেই মহামন্ত্রের সাধনা করেছি, যেই মহামন্ত্রের সুর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, এই সুর যত অসুর আছে, সবগুলিরে পরিষ্কার করে দেবে। তাই কিছুই করলাম না। বেশী কথা বলতে আমি এখন ইচ্ছুক নই। তোমরা বালবাচ্চা ছেলেমেয়ে সব নিয়ে এসেছো যখন, লাঠি হাতে নিয়ে মাঠে নামবো। যারা ভেজাল মেশায় তাদের মাথায় বাড়ি দিতে হবে। যারা

দুশমন, যারা খুনী, আমাদের দিনদিন মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের মাথায়ও বাড়ি দিতে হবে। তাই **আক্রমনকারীর সাথে আমরা হাত মিলাব না। উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধনা করে শায়েস্তা করাই হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত।**

আমরা কি যোগ প্রক্রিয়ার কথা জানি না? খালি মারামারি কথাই বলি? আমরা আজ্ঞাচক্রের কথা জানি, সহস্রারের কথা জানি, বিশুদ্ধের কথা জানি, মণিপুরের কথা জানি, অনাহতের কথা জানি। জানি তো। আধ্যাত্মিকতার কথা জানা আছে। কিভাবে জপ করে, কোন্ পথে জপ করে, এইভাবে মনঃসংযোগ করলে কোথায় কি হবে, না হবে, ঐ বিবরণ জানা আছে। ঐ বিবরণ আমি দিতে চাই না। এখন হচ্ছে লাঠি ধরার বিবরণ। অস্ত্রশস্ত্র ধরতে হবে। ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাবার জন্য নয়। পুরোপুরি দেশের শয়তান, অসুর, দানবদের দমন করার জন্য।

এই বাংলা ভারতবর্ষে যতগুলো শয়তান, অসুর আছে, আর খুনী আছে, এদেরে পিটানো ছাড়া কোন কথা নাই। এটাই ধর্ম। এটাই কর্ম। তাই আজ আমার জন্মদিন কর্মীদিবসরূপে পালন করতে বলেছি। তাই সব কর্মীদের বলছি, যেভাবে বলবো, সব বালবাচ্চারা আদেশমতন সেইভাবে সেইমতে কাজ করবে।

— তোমরা কাজ করবে তো?

— হ্যাঁ। করবো।

— এইটাই হল মহান কথা। তোমাদের আমি উপবাস কর, নিরামিষ খাও বলেছি? এইসব কথা কখনও আমার মুখে শুনেছ?

— না।

— তাইলে **একাদশী মেকাদশী, ঐসবে আমার দরকার নাই। পূজা কর বা না কর, ঐসবে আমার আপত্তি নাই। পূজা করলে ভাল, না করলে না কর, পয়সা নষ্ট কইরা, সময় নষ্ট কইরা লাভ নাই। কিন্তু ধর্ম—ধর্ম হচ্ছে ধরে রাখা। ধর্মকে ধরে রাখতে হবে। এই সমাজকে ধরতে হবে, নিজেকে ধরে রাখতে হবে।** আর সবাইকে সেই মতে রাজী করাতে হবে। তাই সকল অবস্থায় তোমাদের প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। বাবা কখন ডাক দিয়া বসে, শেষে বালবাচ্চা নিয়া মাঠে নামতে হবে। 'চল যাই, শয়তানগুলিরে আগে পিটাই।' কেন পিটাতে চাই? যারা ভেজাল খাইয়ে আমাদের দিন দিন মৃত্যুর পথে

নিয়ে যাচ্ছে, তারা করবে ভোগ? এই রাস্তাঘাটগুলির কি অবস্থা। না হাঁটাপথে, না গাড়ী পথে— কোন পথেই রাস্তা ঠিক নেই। Main রাস্তা ধুলায় ভর্ত্তি। পয়সা রোজগার করে গামছা বাইন্ধা, সবার মধ্য দিয়া হাতটান চলছে, এত শয়তান ওরা। পয়সাগুলো ইচ্ছামতন লুটপাট চলছে। তাই তোমাদের আমি চার্ট দিয়া দেব, রুটিন দিয়া দেব, দিন-তারিখ দিয়া দেব। তারপর লাঠি ধরবে। একধার থিকা মাইর। যতদিনে এই নির্দেশ না পাও, প্রস্তুতি নিয়ে চলবে। এই শয়তানগুলি দিনে দিনে আমাদের পঙ্গু করে দিচ্ছে, মেরে ফেলবার উপক্রম করছে, দিন দিন সব কিছুতে ভেজাল মেশাচ্ছে, শকুনির কপট পাশাগুলো তৈরী করছে। এদের এইভাবে ছেড়ে দিলেই হবে চরম অধর্ম।

তোমাদের কাছে আমি তত্ত্বের কথা বলতে চাই না। আমি তত্ত্বের কথা বলবো। গণিতের কথা বলবো, বিজ্ঞানের কথা বলবো। তখন তোমাদের সেই কথা খুবই ভাল লাগবে। এখনকার কথা তোমাদের ভাল লাগবে কি না জানি না। ভাল না লাগলেও ভাল লাগাতে হবে। এটাই **গুরুদক্ষিণা, দক্ষিণা আজ পর্যন্ত কারও কাছে চাইনি। এটাই দক্ষিণা হিসাবে তোমাদের কাছে চাইবো। ভারতের যত শয়তান, খুনী, দুষ্কৃতকারীদের যেইভাবে পারি, পিটিয়ে বিতাড়িত করবো।**

তোমরা নিজেরা ঠিক থেকো। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। মাইর (মার) খাবে তো চুপ কইরা থাকবে। এখন যে যা বলে বলুক, যত বাধা আসে আসুক। সব মাইর খাইয়া একটু tight হও, শক্ত হও। তারপর কাজে নামবো। এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকে এই পরিশ্রম করে আসছি। ভণ্ডামি, শয়তানি করলেই পয়সা পাওয়া যায়। এই ভণ্ডামি, জোচ্চুরি যে সব সাধুরা করবে, শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে যে সব সাধু, গুরুরা পয়সা রোজগার করবে, সেইসব সাধুরে কি করা উচিত, 'Action' বইটা দেখ।

তাই আমার জন্মতিথিতে কর্মীদিবসে তোমাদের মনঃপুত কথা বলতে পারলাম না, বলতে ইচ্ছা করলো না। আমার মন মেজাজ ভালো না। আঘাত পাচ্ছি চারিদিক থেকে। দুঃখ দুর্দশা, ব্যথায় আমাকে কাবু করে ফেলেছে। আমি সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। তোমরা আমার সন্তান। তোমরা যদি আমার পাশে এসে না দাঁড়াও, এই সমস্ত শয়তানদের বিতাড়িত না কর, আমার থাকা না থাকা, সমান কথা।

আমি এখানে গুরু সাজতে আসিনি। ভগবান সাজতে আসিনি, অবতার সাজতে আসিনি। আমি এসেছি বিশ্বের একজন কর্মী হয়ে। আমি কর্মী। কর্মের প্রেরণা দিতে এসেছি তোমাদের কাছে। তোমাদের নিয়েছি নিজের সন্তান জ্ঞানে। তোমাদের বুকভরা আদর দিয়েছি। অন্তরঢালা স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা দিয়ে তোমাদের রেখেছি। তোমাদের আর অন্যভাবে দেখিনি, অন্য কোনভাবে চাইনি। **তোমরা কে কি, তাও আমার জানার প্রয়োজন নাই। চোর থাক, ডাকাত থাক, যাই থাক, আমার কাছে আমার পেটের বাচ্চা; সব আমার সন্তান তোমরা। এটাই হল কথা। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ।** এটাই যথেষ্ট লক্ষ্যের বিষয়। এছাড়া আর কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা নাই।

শরীর যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কখন heart fail করি, ঠিক নেই। আমি যদি heart fail করি, তোমরা কিন্তু হাল ছেড়ে দিও না। নিজেরা নিজেরা ঠিক করে ঐ সমস্ত শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে।

জন্মদিনে আর কি বলবো? আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। **তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হও। বাবা যদি জীবিত থাকেন, তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে।** তাই বললাম, মঠ মন্দির তোমাদের জন্য নয়। কোন দেবালয় তোমাদের জন্য নয়। এই বিশ্বে, এই পৃথিবীতে বাস করছো। এটাই আলয়, এটাই আশ্রয়। এখানেই গড়ে তুলবে নিজেকে। যদি কিছু করার থাকে। যদি কিছু বলার থাকে, আমিই এসে তোমাদের প্রথম সংবাদ দেব।

আমি সুভাষ বোসকে বলেছি, সুভাষ বসু তুমি ভারতবাসীকে লাঠি ধরা শেখাও।

তোমরা আমার প্রাণ। তোমাদের আমি অন্তরে রেখেছি। তোমাদের আমি ভালবাসি। এই গুরুর সম্পর্কে যদি কেউ আজেবাজে কথা বলে, সব দূরে ফেলে দেবে। কারও কথায় কর্ণপাত করবে না। বাবার মুখে না শোনা অবধি অন্য কারও কথার ওপর নির্ভর করে কোন কাজ করবে না। যা বলার আমি নিজে বলবো। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) কোলকাতা বইমেলা।
৮) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
৯) ভোলাব দোকান, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
১০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১২) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৪) সুভাষ ঘোষ বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন ঃ- ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৫) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৬) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন ঃ- ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৭) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, ওয়েন্ট এন্ড, জি.টি.রোড,
আসানসোল, ফোন ঃ- ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৮) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা - ৭০০০৮৪

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪